

অর্থনীতি

বাজার মন্দ এবং অস্থির



কিন্তু তাকে অবহেলা করা শক্তিও কারো নেই, যতদিন তিনি পদে আছেন। আজ বুধবারের বারবেলা এই লেখা যখন লিখছি তখন খবর রয়েছে হরমুজ প্রণালীতে আবার ইউএস ইরানের উপর অ্যাটাক করেছে। কাঁচা তেলের দাম এই মুহূর্তে যেটা ৬৫৫০ এর কাছাকাছি চলে এসেছিল সেটা ৬৯৩৫ টাকা। শেয়ার বাজারও অনেকটা গ্যাপ ডাউনে ওপেন হয়েছে। ইন্ডিয়া ডিভ্র বারোর কাছাকাছি এবং ক্রমাগত

কাঠগড়ায় পুলিশই

প্রথম পাতার পর স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকদের মনে যে প্রশ্নটি উদ্ভিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে, ‘হু উল্ল পুলিশ দি পুলিশ?’ পুলিশ কে? বহু বছর এই বাংলার মানুষ দেখেছে পুলিশ নামে এক সংখ্যক উর্দি পরা মানুষ বদ অভাস ও দলদাসে পরিণত হয়ে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে এবং তাদের চরম আত্যাচার ও খুন করেছে। নতুন সরকার গত ৯ মে গঠন হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলতে গেলে প্রায় উদ্ধার বেগে দেশের সুরক্ষা ও নাগরিকদের জন্য কিছু প্রশংসনীয় কাজ করায় আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত খুশি হয়েছে। ওনার সবচেয়ে সাহসী পদক্ষেপ আর জি কর-এর ঘটনায় তদন্তের ফাইল খুলে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সহ দুজন ডিসি পর্যায়ের আইপিএস অফিসারদের সাসপেন্ড করা। এর দ্বারা পুলিশ মহলে যেমন সত্যক বার্তা দেওয়া গেছে তেমনি নাগরিকরাও যারপরনাই অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এই খুশির পরিবেশে হঠাৎ গত ৪ জুলাই বিকেলে ঘটে গেল বারুইপুর ন্যাা এলাকার মর্মান্তিক ঘটনা। একটি নাবালিকা মেয়েকে গণ ধর্ষণ করে খুন করা হয়। পিএম রিপোর্টে জানা যায় এটিমর্টেম ড্রাউনিং। অর্থাৎ সে জীবিত অবস্থায় বহুক্ষণ পুকুরে ডুবে জল খাওয়ায় তার পাকস্থলী ও ফুসফুসে জল পাওয়া গিয়েছে। যৌনান্দতে আঘাত, মাথায় আঘাতের চিহ্ন, শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঁচড় ও কামড়ের চিহ্ন। গ্রামবাণীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। তাদের অভিযোগ, যদি পুলিশ খবর পাওয়ার সাথে সাথে মেয়েটির খোঁজে সেটাই হত তাহলে হয়তো সে বেঁচে যেত। আশ্চর্য হতে হয় পরদিন রবিবার পুকুর থেকে দেহ মেলে। জনৈক শান্তনু বিশ্বাস নামে এক স্থানীয় যুবকের তৎপরতায় দেহ উদ্ধার হলেও পুলিশ অনুপস্থিত ছিল। আসলে বালিকা নিখোঁজের মতো এতো বড়ো একটি ঋলন্ত ইস্যুকে

জলমগ্ন মহেশতলায় দুরভোগ



প্রথম পাতার পর এই প্রসঙ্গে মহেশতলা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তমনাথ ভৌমিক

বলেন, ‘নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যদি আমি নির্বাচিত হই তাহলে

রবীন্দ্র কাননে অনৈতিক কার্যকলাপ

প্রথম পাতার পর সম্প্রতি ওই উদ্যানে গিয়ে দেখা গেল ভিতরে অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ তরুণীরা টিকিট কেটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে। প্রবেশ মুখে যে সমস্ত মহিলারা আছেন টিকিটের দায়িত্বে তারা জানানেন, ১৫ টাকা দিলেই ভেতরে ঢোকা যায়। অথচ ওইখানে কোন রেজিস্ট্রেশন বা বয়সের প্রমাণপত্র দেখা হচ্ছে না। বিশাল উদ্যান জুড়ে দেখা গেল ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে। বেশ কিছু পাকা ঘর আছে যেমন উত্তরায়ণ-১, উত্তরায়ন-২ ও অন্যান্য, সেগুলো অবশ্য তালা বন্ধ ছিল। গেটে বসে থাকা মহিলারা জানানেন, শীতকালে এই ঘরগুলো পিকনিকের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। অন্যান্য সময় শুধুমাত্র ভেতরে প্রবেশ করে সময় কাটাতে পারে মানুষজন। গেটে চুকেই বাঁ দিকে যে শিশু উদ্যানটি আছে, তার যে সমস্ত দৌলনা বা খেলনার জিনিস আছে সেগুলো বেশ কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। যে সমস্ত অভিভাবকরা তাদের শিশুদের নিয়ে এখানে সময় কাটাতে আসেন। কিন্তু এত জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়েছে অনেকেই সেখানে থাকতে চায় না। জানা গেল এই উদ্যান পরিষ্কার করার জন্য মেশিন আছে কিন্তু সেই মেশিন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত তেল প্রশাসন থেকে দেওয়া হয় না। তার ফলে ঘাস কাটাও বন্ধ আছে। ২ জন কেয়ারটেকার আছেন যারা রাত্রিতে থাকেন। কিন্তু দিনের বেলা সে অর্ধে কোন নজরদারি নেই। অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীরা যত্রতত্র ঝোপের আড়ালে বসে গল্প গুজব করছে। এখানে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তার দায় কে নেবে? এই উদ্যানটির ভিতরে পানীয় জলের কল আছে সেটিও বিকল হয়ে



পায়ে। যদিও সেটা খুবই নগণ্য কিন্তু বাধা হয়ে ওই মহিলারা এই কাজ করেন। ভিতরে বা বাইরে কোন সিসিটিভিও নেই। স্থানীয় মানুষজন বলছেন, এখানে সারা বছর উদ্যানটির সংস্কার করে যথার্থ নজরদারি করা হোক এবং যারা ভিতরে প্রবেশ করবেন তাদের রেজিস্ট্রেশন বা আধার কার্ডের জেরক্স নেওয়া হোক। তা না হলে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা এখানে ঘটে যেতে পারে। বজবজ-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির যিনি সভাপতি অর্থাৎ কানাইলাল দাস তার মতামত জানানর জন্য সমিতির অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু জানা গেল ডোটের রেজাল্ট বেরবার পর তিনি আর পঞ্চায়েত সমিতিতে আসছেন না।

বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি

প্রথম পাতার পর ফলে দিনের পর দিন এই কেন্দ্রে শিশুদের উপস্থিতি কার্যত শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র ১৬ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া এই ঘরটির মধ্যেই রান্না, খাবার বিতরণ এবং শিশুদের পাঠদান-সবকিছুই একসঙ্গে পরিচালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থে অভিভাবকরা সম্ভানদের পাঠাতে অগ্রহী নন। বর্তমানে প্রতিদিন মাত্র ১-২ জন শিশু পড়াশোনার জন্য কেন্দ্রে আসে। অন্যদিকে, সরকারি নথি অনুযায়ী এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৯০ জন উপভোক্তার জন্য পুষ্টির খাবার প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রসূতি মায়েরা। ফলে বাস্তবে কেন্দ্রটি এখন মূলত খাবার সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবেই কাজ করছে। শিশুদের

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যত মুখ খুবড়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বহুবার প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে স্থায়ী ভবন নির্মাণের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্ষাকালে ত্রিফল চাপানো ঘরে জল পড়ে, গরমকাল অসহ্য তাদের মধ্যে শিশুদের বসে থাকা সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার মান দুই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে একটি পাকা অঙ্গনওয়াড়ি ভবন নির্মাণ করা হোক এবং শিশুদের জন্য নিরাপত্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক। কারণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র শুধু খাবার বিতরণের জায়গা নয়, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টি ও সার্বিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

তদন্তকে নিয়ে ভণ্ডামির ফল

প্রথম পাতার পর ফলে জনতার সমর্থন পাচ্ছে এমনকাউটারের মত চটজনপি সাজা। আবার এই এনকাউটার যদি পুলিশের সহজ হাতিয়ার হয়ে ওঠে তার অপব্যবহারও অব্যাহত। ভাৱতবাসীর কাছে এ এক শাশের করাতের মত অবস্থা। রাজনীতিকদের এই দ্বিচারিতার ফল কিরকম? ন্যাশনাল ক্রাইম এনকাউটারের সর্বশেষ পরিসংখান অনুযায়ী প্রতি তিন মিনিটে নারীদের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ নথিভুক্ত হয়। প্রতি ঘটনায় অন্তত দুজন নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং প্রতি ছয় ঘটনায় একজন তরুণী বিবাহিত নারীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, পুড়িয়ে মারা হয় অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়। এটা জেনে আতঙ্কিত হতে হয় যে, ২৮.৪ শতাংশের মধ্যেই নারী গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হন। রাজনৈতিক ভণ্ডামির আরও কয়েকটি উদাহরণ দি। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিনান রেডিও সাক্ষাৎকারে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছিলেন, ১২ বছরের কম বয়সী মেয়েদের ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড সহ আরও কঠোর দণ্ডবিধির বিধান রাখতে সৌভদারি আইন (সংসোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে অন্যান্য বিধানের পাশাপাশি তদন্ত ও বিচারকার্য প্রত্যেকটি ২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও মেয়েদের

জন্য জরুরি প্রতিক্রিয়া সহায়তা ব্যবস্থা, স্মার্ট পুলিশিং, সাইবার ক্রাইম পোর্টাল, ওয়ান স্টপ সেন্টার, জাতীয় যৌন অপরাধী ডেটাবেস চালুর কথাও জানিয়েছিলেন। আচ্ছা এর কোনো সূফল কি আমরা নারী অপরাধের ক্ষেত্রে দেখতে পেরেছি? উত্তর হল, না। শুধু আমরা কেন, দ্য ল্যানসেট রিজিওনাল হেলথ সাউথ-ইস্ট এশিয়া-র সম্পাদকেরা তাদের ২০২২ সালের রিপোর্টর ক্যানের সম্পাদকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে আরও কঠোর আইনের দাবি জানিয়েছেন। সেখানে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইনগুলোর তুলনা করেছেন এবং সেগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা উল্লেখ করেছেন যে ভারতের কিছু অংশে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন না উঠলে পুলিশ ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। আর একটু এগিয়ে বাই। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের ইউএনওডিসি ‘উইমেন ইন জার্সিস-উইমেন ফর জার্সিস’ উদ্যোগের অধীনে একটি মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম চালু করে যার উদ্দেশ্য হল দুর্নীতিদমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগে কর্মরত নারীদের মেন্টরশিপ, বাস্তবসম্মত নেতৃত্বের নির্দেশনা এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্কিং প্রদান করা। তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করার মাধ্যমে, এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হল

নথির অভাব

প্রথম পাতার পর তবে সিএএতে আবেদনের ক্ষেত্রে এখনও অনেক মানুষ পিছিয়ে আছে।’ এর কারণ সম্পর্কে মহীতোষবাবু বলেন, ‘ওপারা বাংলা থেকে যেসব মতুয়া উদ্ধার হিন্দুরা ভারতে এসেছেন, তাদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় নথি ও কাগজপত্র নেই। যদিও তাদের সম্পর্কে (মুসলিমবাদের) সরকার একটি আশ্বাস দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সরকার বা পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করবে না। তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে পরবর্তীতে চিন্তাভাবনা হবে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমাদের একটি প্রতিনিধি দল বিজেপি বিষায়ের সোমো ঠাকুরের নেতৃত্বে জুলহায়ের প্রথম মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছে এবং তাঁকে আমাদের সমস্যার কথা বলেছি। তিনি আগস্ট মাস পর্যন্ত

লিঙ্গ-সংবেদনশীল বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নত করা। এত প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কারণ এটা বোঝানো যে, এত কিছুর পরেও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুলিশ নির্ভর বিচারের ভূত তাড়ানো সম্ভব হয়নি। এমনকি জাতীয় ও রাজ্য নারী কমিশনও এ কাজ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পর ৮০ বছর ধরে তবু এ অন্তর্দীন নারীরা হিংসার বলি হয়েছেন তারা যার সকলেই ক্রত ও সঠিক বিচার থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে বাংলার গত ১৫ বছরের নারী নির্যাতনের ফলাফল তো সোনার বহুরে বাঁধিয়ে রাখার মতো এখানে আবার সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা রাজনৈতিক ভণ্ডামি ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ছাড়া পেয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এখানে তিলজলা, আরামবাগ, কুলতলী, ফারাক্কা, গুড়াপ, বড়তলা, মাটিগাড়ার ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা হলেও বছরের পর বছর ধরে তা কার্যকর হয় না। কামদুর্দীন ফাঁসি হওয়া ধর্ষকারী বহাল তবিয়েতে দিন কাটায়। বাংলা গত শাসকদের প্রশ্রয়ে ধর্ষকের স্বর্গরাজ্য। এখানে কারোর সাজা হয় বাতুহে দেড়ায়। এখানে বিচারের হয় তারা কেউ বেকসুর খালাস পায় আর কেউ কয়েক দিন জেল খেটে এসে ফের ধর্ষণে মাতো।

ক্রাইম রেকর্ড বলেছে, ভারতে ঘটনায় অন্তত ২ জন নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন। আর বাংলায় এক একটি যৌন নির্যাতনের

জুট মিল পরিদর্শনে

প্রথম পাতার পর কিন্তু সেই টাকা আত্মসাৎ করে নিয়ে নিয়েছে মিল পরিচালন কমিটির ডিরেক্টরদের মধ্যে অন্যতম বজবজের বিধায়ক অশোক দেব ও তার সাদ্ধপাদ্রা। বিশেষ করে বজবজ পৌরসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মনসুর ওরফে মগরক এবং কাউন্সিলার লুৎফর, হীয়ারাম আরো অনেকে আছে। অনেক শ্রমিক তাদের বকেয়া পাওনা এখানে পায়নি। এখানে আগে ১২ হাজার শ্রমিক তিন শিফটে কাজ করতো। এমনকি মিলের মধ্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকার তাও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। মিলের মধ্যে এখন গরু চরছে। ওই মিল আমরা ডা. তরুণ আদকের নেতৃত্বে পরিদর্শন করলাম এবং বজবজ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করলাম। এই মিল বন্ধের নেপথ্যে যারা আছে এবং যারা লুটপাট করে খেয়েছে তাদের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য বজবজ থানায় একআইআর দায়ের করা হয়েছে।

সময় চেয়েছেন বিষয়টা দেখার জন্য। তিনি বলেছেন, কেন্দ্র বিষয়টি দেখছে। আর সেখানে রাজ্যেরও তো একটা বিষয় আছে। মতুয়া হিন্দু সহ সমস্ত উদ্ধার্ত মানুষ যারা আছেন তারা যাতে ন্যায় পায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করবেন এবং কাউকে এইধরয়ে দুশ্চিন্তা না করা বা বিচলিত না হওয়ার কথা তিনি আমাদের বলেছেন। ফলে ২০২৪ সালের মধ্যে যারা ভারতে এসেছেন তাদের কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এদিন আমরা মোট ১২ দফা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। যার মধ্যে সিএএ ছিল উল্লেখযোগ্য।’ বাংলাদেশ উদ্ধার্ত উন্নয়ন সংসদের রাজ্য সভাপতি বিলম মজুমদার বলেন, ‘বর্তমান সরকার ওপার বাংলা থেকে আসা সমস্ত উদ্ধার্ত উদ্ধার্তদের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। আর সিএএ হল সমস্ত মতুয়া হিন্দু উদ্ধার্তদের জন্য একটি আশীর্ব্বাদ।’

বিচার হতে কয়েক বছর কেটে যায়। ততদিনে আরও হাজার হাজার যৌন নির্যাতন ঘটে চলে যার অনেকে ঘটনার হিসাবে নির্মাতন বাড়ে আর বছরের হিসাবে বিচারের প্রহসন চলে। বারুইপুরের ঘটনা এরই সার্বক পরম্পরা। তবে গত শনিবার এই ঘটনা যখন ঘটেছে তখন পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এক অন্য ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। দমবন্ধ অবস্থা কাটিয়ে ভয়হীন মুক্তির আশা একটু একটু করে পাগড়ি মেলছে। ক্ষমতায়ন নতুন আসা রাজনীতিকরা অন্য ব্যাটা দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সকালে জমা বিকালে খরচের কথা বলছেন। তার মধ্যে এই এনকাউটার সুবিচার চাওয়া মানুষকে উদ্বল করে তুলেছে। পুরানো কিছু বস্তাপাত্র রাজনৈতিক বাদ দিলে সাধারণ থেকে ভুক্তভোগী বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় বীতশ্রদ্ধ মানুষ দুহাত তুলে চটজলদি এই দুষ্কর্তী খতমকে সমর্থন জানাচ্ছে। সকলের প্রশ্ন, বছরের পর বছর ধরে বিচারের প্রহসন থেকে আইন বাঁচিয়ে নিয়ম মেনে এমন এককাউটারে কিস্তি কি? তাদের মতে ধর্ষকদের ভয় পাওয়ানোর এটাই সঠিক উপায়। গণতান্ত্রিক দেশে বিচারের বদলে এনকাউটারের প্রবণতা সঠিক বলে গণ্য না হলেও এর জনপ্রিয়তা যে বাতুহে তা পুলিশকে দিয়ে বৈঠক কাজ করানোর রাজনৈতিক ভণ্ডামির ফল। এ থেকে বেরানোর একমাত্র উপায় সূত্রীম কোর্টের প্রস্তাব মেনে পুলিশকে নিরপেক্ষ হাতে বৈঠক দেওয়া। এ কাজ করার মত সং সাহস আমাদের রাজনীতিকদের আছে বলে মনে হয় না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০২৬

মেঘ রাশি : তরুণ-তরুণীরা তাদের কর্মজীবন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ নিন। এর ফলে আরও ভালো সাফল্য আসতে পারে। এই সময়ে আপনি কাজের চাপে থাকবেন, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে বেশি সময় দিতে পারবেন না।

বৃষ রাশি : আপনি এক বিশেষ উৎসাহ ও শক্তি অনুভব করবেন। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন, যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। যদি আপনি সাহসের সাথে সেগুলোর মোকাবেলা করেন, তবে বিজয় নিশ্চিত।

মিথুন রাশি : বোড়িতে অতিথিদের আনগোনা বাড়বে, যা একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। গত কয়েকদিন ধরে পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার অবদান ইতিবাচক ফল দেবে। বিনিয়োগ-সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিন, কারণ এর ফলে লোকসান হতে পারে। নেতিবাচক চিন্তা আপনার মানসিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে। তাই, মনোবল দৃঢ় রাখুন।

কর্কট রাশি : অর্থ বিনিয়োগ করার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনি লাভ পাচ্ছেন, অন্যথায় আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়ি সংস্কার বা উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হবে। একজন স্থপতির সাথে পরামর্শ করুন। যেকোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নিন এবং সে অনুযায়ী কাজ করুন। অতিরিক্ত চিন্তার কারণে অনেক অর্জন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার লক্ষ্যের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিত থাকুন। আপনার আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হবে। অলসতা এবং জড়তার মতো নেতিবাচক বিষয়গুলোকে আপনাকে কাবু করতে দেনেন না। এটি আরও বেশি কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার সময়।

কন্যা রাশি : আবেগের বশে না গিয়ে, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞা ব্যবহার করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া উপকারী হবে। ভাগ্যের চেয়ে নিজের কাজের উপর আস্থা রাখুন। শুধুমাত্র কাজই আপনার ভাগ্যকে শক্তিশালী করবে। আপনি যদি সম্পত্তি বা কোনো দামী জিনিস কোনা বা চোচার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার কাগজপত্র সাবধানে পরীক্ষা করুন।

তুলা রাশি : আপনি যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তাতে সফল হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার পরিবারের ব্যয়েজোষ্ঠ এবং ব্যয়েজোষ্ঠ সদস্যদের সাথে কিছু সময় কাটান। প্রতিবেশী বা বন্ধুর সাথে বিতর্ক হতে পারে। সমাধান খুঁজ বের করার জন্য ঐর্থে এবং বিচক্ষণতা অপরিহার্য।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতা একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগে আপনাকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দেবে। আপনার সামাজিক পরিধিও প্রসারিত হবে। আপনি যদি জমি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করেন, তবে প্রথমে কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিন।

শুন রাশি : আপনার কাজের ধরণ পরিবর্তনের জন্য আপনি যে পরিকল্পনাগুলো বেশ কিছুদিন ধরে করছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য এখনই সঠিক সময়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে আপনার যোগাযোগ হবে। কোনো নিকটাত্মীয়ের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে।

মকর রাশি : আপনি বেশ কিছুদিন ধরে যে কাজগুলোর জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন, সেগুলো সম্পন্ন করার সময় এসে গেছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অনুযায়ী আপনি ইতিবাচক ফল দেখতে পাবেন। নেতিবাচক প্রবণতার কিছু লোক আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। তাই, সতর্ক থাকা জরুরি।

কুম্ভ রাশি : কোনো কাজ শুরু করার আগে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন। তাড়াহুড়ো এবং অসতর্কতা পরিহার করুন। এতে ভালো ফল পাওয়া যাবে। অয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। বাইরের লোকের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

মীন রাশি : গ্রহের অবস্থান অনুকূল। এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আদালতের মামলা বা সরকারি বিষয় আপনার পক্ষে আসতে পারে। ব্যক্তিগত কাজকে অগ্রাধিকার দিন। অন্যের ব্যাপারে সময় দিলে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিলম্বিত হতে পারে। এর ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে।

শক্রবার্তা ৩৯৮

			১		২
৩	৪			৬	
	৭				
১০	১১		১২		
			১৩		
১৪				১৫	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৩. বিলাপ, দুঃখ ৫. অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন বা প্রভাবশালী লোক ৭. প্রবাহ, ঢেউ ৮. প্রিস্থাসন ১০. যে তবলা বাজায় ১৩. ভ্রা, স্রা ১৪. চক্রাকারে যোরা, আবর্তন ১৫. আটার তৈরি মোটা কৃটিবিশেষ।

উপর-নীচ

১. মনোরম, সুন্দর ২. বানর ৪. স্বপকীয় লোকজন ৬. ঝালানী ৯. সম্মান বা কদর করা ১১. অন্ব, সন ১২. অদ্ভুত কাজ করে এমন ১৪. স্ত্রী যোড়া, মোটাকী।

সমাধান : ৩৯৭

পাশাপাশি : ১. অনুচর ৪. দেরি ৫. শাস্তিস্থান ৭. আদেশ ৯. কামাই ১০. জলবাতাস ১১. টাক ১২. শরাসন।

উপর-নীচ : ১. অরি ২. চলন্তিকা ৩. ফাইন ৪. দেবদেউল ৬. পরামানিক ৮. মিতাক্ষরা ১০. জলধি ১১. টান।

নদীবাঁধ সংস্কারের আগে মাপজোখ

সুমন আদক, **হাওড়া** : সাঁকরাইল ব্লকের ঝোড়হাট হাটগাছায় গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় সংস্কারের আগের মাপজোখের কাজ শুরু করলো সেচ দপ্তর। ভরা বর্ষার মরসুমে গঙ্গার নদীবাঁধের পাড় ভাঙার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের ঝোড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছার বাসিন্দারা। নদীবাঁধের বেহাল অবস্থা



খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী। অভিযোগ, গঙ্গানদীর সঙ্গে মহিষধারা খালের সংযোগস্থলে নদীবাঁধের ভিতরের অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিয়েছে। ফলে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বর্ষাকাল এবং আসন্ন বড় কোটালের সময় গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে এবং

উখাও ‘ওয়েভ রাইডার বয়া’

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা ও সমুদ্রের আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক ‘ওয়েভ রাইডার বয়া’ হঠাৎই বঙ্গোপসাগর থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে বয়াটির কোনো সিগন্যাল না মেলায় সেটিকে খুঁজে বের করতে হায়দ্রাবাদ থেকে আসে



বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দল বক্সালি, গঙ্গাসাগর ও কাকদ্বীপ উপকূলে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে আইএনসিওআইএস, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দীঘা উপকূলে থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গভীর সমুদ্রে এই বয়াটি বসানো হয়েছিল। জলের নিচে কংক্রিটের বোম্বারের সঙ্গে লোহার তারের মাধ্যমে বেঁধে রাখা হয়েছিল যন্ত্রটি। গত ২৯ জুন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সময় সেই তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকেই বয়াটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, সেখানে আর বয়াটি নেই। এই

টাকা না মেলায় বিক্ষোভ

রবীন দাস, **নামখানা** : অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ, নামখানা বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ শাওখিক মহিলার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে ৭



জুলাই উত্তাল হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা বিডিও অফিস চত্বর। প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে কয়েকশো মহিলা বিডিও অফিসের মূল ফটকের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের দাবি, প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক গাফিলতি ও পক্ষপাতিত্বের কারণে তাদের নাম তালিকায় রাখা হয়নি। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বহু অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের সুবিধার আশায় অপেক্ষা করলেও বাস্তবে

দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এতে কয়েক হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানান এলাকাবাসীরা। বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী মঙ্গলবার স্থানীয়দের অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং আশ্বাস

দেন, অভিযোগ হাতে পেলেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনে বিধানসভায় উত্থাপন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। ৮ জুলাই এই বিষয়ে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী বলেন, ৭ জুলাই এলাকা পরিদর্শনের পর ৮ জুলাই সেখানে সেচ দপ্তরের তরফ থেকে সম্পূর্ণ মাপজোখ করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করার আশ্বাস তাঁরা দিয়েছেন।

ভট্টনগরে ‘জলবন্দী’ বাসিন্দারা ভেলায় যাতায়াত

মলয় সূর, **লিলুয়া** : মানুষের দুর্ভোগ যেন শেষ হওয়ার নামই নিচ্ছে না, প্রায় ২ মাস ধরে জলবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন লিলুয়া ভট্টনগর বালক সঞ্জয় ক্লাব সংলগ্ন আমতলা এলাকার বাসিন্দারা। হাঁটুর উপরে জমে থাকা নোংরা জল পেরিয়েই প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কোথাও ভেলায় চড়ে, কোথাও জল ঠেলে অফিস, স্কুল কিংবা বাজারে যেতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সম্ভট দেখা দিয়েছে শুদ্ধ পানীয় জল নিয়ে। জমা জলের জেরে এলাকার অধিকাংশ পাতকুঁয়ো ও সরকারি জলের কল ডুবে যাওয়ার দরুন পানীয় জল সংগ্রহ করা এখন প্রতিদিনের লড়াই। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই দুর্ভোগ নতুন নয়। গত প্রায় ১৫ বছর ধরে বর্ষা এলেই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তারা একাধিকবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও, স্থায়ী সমাধান মেলেনি। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে এলাকায় অধিকাংশ রাস্তা হাঁটু জলে ডুবে রয়েছে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিলুং চলে গেলে বা আলো কম থাকলে জলময় রাস্তায় চলাফেরা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

স্থানীয়দের দাবি, জরুরি প্রয়োজনে অ্যাম্বুল্যান্সও অনেক সময়ে এলাকায় ঢুকতে পারে না। ফলে, অসুস্থ বা বয়স্ক মানুষদের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় পরিবারের সদস্যদের। এখানে বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই জল পেরোতে হয়, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখন

বিধায়ককে লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান

অরিজিং **মণ্ডল** : মগরাহাটে সিপিএমের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা, বিক্ষোভকারীরা বিধায়ক শর্মিষ্ঠা পুরকায়েতকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকে। বিধায়ক সভামঞ্চের পাশে পৌঁছলে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর বাগবিত্তা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ নিরাপত্তায় বিধায়ককে সেখান থেকে বিডিও অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘটনার পর বিধায়ক শর্মিষ্ঠা



পুরকায়েত বলেন, ‘তিনি সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক হওয়ায় এখনও এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার তেমন সুযোগ পাননি। তাঁর অভিযোগ, সভামঞ্চ থেকে তাঁকে বঞ্চিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছিল। সেই কারণেই তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ জানান।

এ ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সিপিএমের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সিপিআইএম প্রার্থী চন্দন সাহা জানায় বিক্ষুব্ধ জনগণই ‘চোর চোর’ স্লোগান দিয়েছে এবং এই ঘটনায় সিপিএম কোনভাবে যুক্ত নয়।’

এনকাউন্টারের তদন্ত সিআইডির হাতে

সুব্রত মণ্ডল, বারুইপুর : বারুইপুরে নাবালিকা খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলের পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যুর পর থেকেই একের পর এক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার এনকাউন্টারের তদন্তভার তুলে দেওয়া হল রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির ওপর। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তার পাশাপাশি এবার সিআইডি ও আলাদা করে খতিয়ে দেখবে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঠিক কি ঘটেছিল? কেন পুলিশের গুলি চালাতে হয় এবং গোটা ঘটনা আদৌ নিয়ম মেনে হয়েছিল কিনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী এনকাউন্টারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশিই সরাসরি যুক্ত থাকলে, সেই ঘটনার তদন্ত ওই জেলা পুলিশ করতে পারেনা। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই তদন্ত ভার দেওয়া হয় অন্য কোন সংস্থাকে। সেই নিয়ম মেনে এবার বারুইপুর জেলা পুলিশের

ও হয়নি। এক বাসিন্দা পূর্ণিমা মণ্ডল বলেন, ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছে। বাজারে যাওয়া থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আনা সবই কঠিন হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার ফলে মশার উপদ্রবও বেড়েছে, ডেঙ্গি ও অন্যান্য জলবাহিত রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত তারা। তাদের একটাই আবেদন দ্রুত জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করে এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। তবে আশ্বাসে আর ভরসা রাখতে রাজি নন অনেক বাসিন্দাই, বহু বছর ধরে একই কথা শুনে আসছেন তারা, এবার দ্রুত সমাধানই চান আমতলার মানুষরা।



অবৈধ বালি ঘাট বন্ধের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, **বীরভূম** : খয়রাসোল থানার চুড়র কলোনিতে ৪ জুলাই দুপুর থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত শোকের আবহ বিরাজ করে। ৪ জুলাই দুপুরে ক্ষৌরকর্ম শেষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অজয় নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় ১৯ ও ১৪ বছরের দুই পিসতুতো ও মামাতো ভাইয়ের। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চুড়র সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। ঘটনার পর এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, অজয় নদীতে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে যন্ত্রের সাহায্যে বালি উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক গভীরতা ও গতিপ্রকৃতি বদলে গিয়েছে। নদীর তলদেশে গভীর খাদ তৈরি হওয়ায় নদীতে নামলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। স্থানীয়দের দাবি, গত দুইহাজারে এই এলাকায় জলে ডুবে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪ জুলাই এই জোড়া মৃত্যুর ঘটনাকে তারা সেই ধারাবাহিকতাইই করণ পরিণতি বলে মনে করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ অবৈধ বালি উত্তোলনকারী এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জেসিবি মেশিন দিয়ে বালি ঘাটে যাওয়ার মূল রাস্তা কেটে দেয় যাতে আপাতত বালিবোঝাই গাড়ির যাতায়াত বন্ধ থাকে। একইসঙ্গে ঘটনাস্থল থেকেই জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে একটি গণ আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় যা অতিরিক্ত জেলা

পুলিশ সুপার (বোলপুর) গ্রহণ করেছেন। আবেদনপত্রে গ্রামবাসীরা উল্লেখ করছেন, ভারী যন্ত্র দিয়ে গভীরভাবে বালি উত্তোলনের ফলেই নদীতে বিপজ্জনক খাদ সৃষ্টি হয়ে বারবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। তাই অবৈধ বালি উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত সরকারি সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অবৈধ বালি ঘাটগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। মৃতদের পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার প্রবীণ, মহিলা ও যুবকদের একটাই আবেদন– ‘আর যেন কোনো মায়ের কোল খালি না হয়। অবৈধ বালি ঘাট চিরতরে বন্ধ হোক।’

উপপ্রধানের নামে নিখোঁজ পোস্টার

সৌরভ নন্দর, গঙ্গাসাগর : নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই নিখোঁজ গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বর্তমান উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল। তাঁকে এলাকায় দেখতে না পাওয়ায় এবার তাঁর ছবি ও নাম সম্বলিত নিখোঁজ পোস্টার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ৪ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডলকে আর এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তিনি পঞ্চায়েতেও আসছেন না। পঞ্চায়েতের তরফে একটি গ্রামসভার বৈঠক বা ‘খাল লিচ’ –এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে

নিখোঁজ পঞ্চাধিপতির উপপ্রধান

স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, হরিপদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং তাকে সেই হিসেব দিতে হবে। বৈঠকে উপপ্রধানের অনুপস্থিতির কারণে ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা পঞ্চায়েতের গেট এবং কালাবাজার এলাকায় উপপ্রধানের

রাস্তা যেন মৃত্যুফাঁদ!



পার্থকুশারী, চাম্পাহাটি :চাম্পাহাটি রেল গেট থেকে তেমাথা অপর দিকে সাউথ গরিয়া বটতলা মোড়ে থেকে সুভাষ গ্রাম পর্যন্ত অধিকাংশ রাস্তা বেহাল দশা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তাগুলো সংস্কার না হওয়ার কারণে অধিকাংশ জায়গার পিচ সম্পূর্ণ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অরণ মিত্র বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর এই বেহাল অবস্থা। সামান্য বৃষ্টি হলেই এই গর্তগুলো জলে কানায় ভরে যায়, যার ফলে গাড়ি চালক ও সাধারণ পথচারীরা প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। বিশেষ করে সাইকেল, মোটরবাইক এবং অটো চালকদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তা খারাপ থাকার কারণে যাতায়াতার সময়ও অনেক বেশি লাগছে। অসুস্থ রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই খারাপ রাস্তাগুলো সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে ও পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সদর্থক ফল মিলছে না। দ্রুত এই রাস্তা সংস্কার করে পিচ ঢালাইয়ের কাজ শুরু না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০২৬ আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিল্লির এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাজায় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ধর্মের নামে ফুটপাত দখল কু–কর্মের আস্তানা (নিজস্ব প্রতিনিধি)

সমগ্র মহানগরীতে বিগত প্রায় দশ বছর ধরে ধর্মের ছায়ায় ফুটপাত দখলের এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলেছে। উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতায় এ পর্যন্ত কয়েকশ বেদী ও মন্দির ফুটপাতে তৈরী হয়েছে। পুলিশ ও পুরকর্তৃপক্ষ নির্বিকার থাকতে চক্রান্তকারীরা আরও উৎসাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি ভবানিপুরে ২২ নম্বর বেলতলা রোডের বস্তির ধারে ফুটপাত দখল করে একটি অশুখগাছের তলায় বেদী তৈরি ও শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানানেন, রাতে এখানে সমাজ বিরোধীধর্মের আড্ডা জমে। জানা গেল, বছর খানেক আগে বেলতলা স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে পুরসভার জায়গায় বেদী তৈরী ও শিবলিঙ্গ বসানো হয়। সে সময়ও কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দেন নি। এটাকেও সমাজ বিরোধীরা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে। সমস সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পথচলা দায় হয়। আরও জানা গেল, ১৯৬৬ সালে বেলতলা রোড ও শ্যামানন্দ রোডের সংযোগ স্থলে প্রায় ১৫০ ফুট জায়গা দখল করে কালিমন্দির তৈরি হয়। সে সময় পুলিশ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। অদৃশ্য হস্তের গোপন সংকেতে পুলিশকে সরে আসতে হয়েছে। আরও জানা গেল, ২৪ নম্বর বেলতলা রোডে ফুটপাত দখল করে অনুরূপভাবে বেদী ও মন্দির তৈরির একটি পরিকল্পনা চলছে, জনসাধারণ মহানগরীর ফুটপাত অবরোধ মুক্ত করার জন্য সরকারী ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য কেবলমাত্র তৈরি দোকানঘর ভাঙ্গলে চলবে না। ধর্মের ছায়ায় বেদী, মন্দির প্রভৃতি তৈরি করে রাস্তা ও ফুটপাত অবরোধ করা সম্পর্কেও অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০ম বর্ষ, ১০ জুলাই ১৯৭৬, শনিবার, ৩১ সংখ্যা

অবৈধ অটোর দাপট রুখতে অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, **ক্যানিং** : অবৈধ অটোর রমরমা। প্রতিবাদে সামিল হয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন অন্যান্য বৈধ অটোচালকরা। মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা শাসক, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক ও ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বৈধ অটোচালকরা।



ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং থেকে বাসন্তীর চুনাখালি পর্যন্ত ৫০৬ নম্বর রুটে প্রায় ৬৪ টি অটো চালাচল করছে। যাদের কাগজপত্র বৈধ বলে দাবি অটোচালকদের। অভিযোগ, এমনকি অবস্থায় অন্য রুটের ৪টি অবৈধ অটো জোরপূর্বক এই ৫০৬ নম্বর রুটে চালাচলা করছে বিগত তৃণমূল আমল থেকে। প্রতিবাদ

হাওড়ায় ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া পৌরসংস্থার ওয়ার্ড সংখ্যা বর্তমানের ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০টি হবে। কিছু ওয়ার্ডে অতিরিক্ত জনসংখ্যা থাকায় সেই ওয়ার্ডগুলিকে ভেঙে দু’টি ওয়ার্ড করা হবে। তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে কীভাবে এই ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানো হবে, তা ঠিক করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও হাওড়া জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের নভেম্বরে হাওড়া পৌরসংস্থায় শেষবার পৌর নির্বাচন হয়েছিল। ২০১৮ সালের নভেম্বর থেকে হাওড়া পৌরসংস্থার পৌর নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। শেষ মহানাগরিক ছিলেন ডা. রথীন চক্রবর্তী।

সিআইটিইউর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর্কলিয়া এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চালানের স্বার্থে ওই ট্রেনের জন্য আলাদা একটি রেলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ট্রেনকে টাইম টেবিলে ঘোষিত সময় অনুযায়ী চালাতে হবে। পুর্কলিয়া থেকে বাঁকুড়া মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া বা শিয়ালদহ এবং পুর্কলিয়া থেকে জয়স্টীপাহাড়, কালিপাহাড়ী হয়ে হাওড়া বা শিয়ালদহ দুটি নতুন ইন্টার সিটি এক্সপ্রেস চালু করতে হবে। বন্ধ থাকা রাস্তার দীর্ঘ এক্সপ্রেস ট্রেনে অবিলম্বে চালু করতে হবে। করোনা অতিমারির সময়কালে লোকাল ট্রেনগুলির ওপর স্পেশাল বা এক্সপ্রেস তকমা দিয়ে যে বাড়তি ভাড়া চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকদের ও ছাত্রছাত্রীদের রেল ভাড়ায় প্রত্যাহার করে নেওয়া কনসেনস অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে। পুর্কলিয়ার সিধু কান্দা বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী স্থানে একটি হস্টেট স্টেশন চালু, বাঁকুড়ার মর্যাবাধ ও শ্যামদাসপুরে আন্ডারপাশ দুটির নির্মাণ কাজ ২০২৬-র মধ্যেই শেষ করতে হবে ও আদ্রার নর্থ ও সাউথ–এর সংযোগকারী আন্ডারপাশের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। বাঁকুড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে নির্মিয়মান লিফ্টগুলির কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে এবং ১নং প্ল্যাটফর্মে এসকেলস্টাটোরের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। গুডস সেডগুলিতে পর্যাণ্ড আলো ও পানীয় জল, শ্রমিকদের রেষ্টরুম ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুর্কলিয়া গুডস সেডে কাজ বন্ধ করা চলবে না। ১২ জানুয়ারি ২০০৯ সূচনা হওয়া থমকে থাকা ছাতনা–মুকুটমণিপুর লাইনের নির্মাণের কাজ এবং বিশ্বপুর–আরামবাগ রেলপথের জয়রামবাটি থেকে গোঘাটের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। প্রতিটি রেল স্টেশনে অটো, ট্রাটো ও ট্যাক্সির স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। রেল হকারদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের ওপর আরপিএফ–এর জন্মবাজী বন্ধ করতে হবে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না প্রভৃতি দাবীগুলি নিয়ে আদ্রা স্টেশন থেকে মিছিল করে আদ্রা সাউথ এলাকা পরিক্রমা করে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রার ডিআরএম–এর কাছে গণ–ডেপুটেশন দিলেন সিআইটিইউর পুর্কলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিআইটিউ নেতা প্রদীপ রায়, হারানদা ব্যান্যাজী, প্রতীপ মুখার্জী ও তাপস চক্রবর্তী। ডেপুটেশনের আগে ও চলাকালীন ডিআরএম অফিসের চালানো হয় অবস্থান বিক্ষোভ। ডিআরএম, আদ্রা কয়েকটি দাবি দ্রুত পূরণ করার এবং দাবিগুলি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১১ জুলাই – ১৭ জুলাই, ২০২৬

বিশ্বকাপে ভারত

রাজনীতি আর বিশ্বকাপের বহু চর্চিত জলসায় খবরটা যেন দিনের আলোর গভীরে তারাদের মত জেগে ওঠে, আশা জাগায়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে ১৪ অনূর্ধ্ব বালকদের একটি ফুটবল অ্যাকাডেমী, নাম মিনার্ভা ফুটবল অ্যাকাডেমী পাঞ্জাব নামে পরিচিত। এটি মাল্টি-স্পোর্টস ক্লাবের অংশ যেখানে ক্রিকেট এবং ফুটবল দল রয়েছে। সম্প্রতি হেলসিন্কি কাপ ২০২৬-এ এই অ্যাকাডেমীর খুদে সদস্যরা বিশ্বমঞ্চে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ফাইনালে ফিনল্যান্ডের ইবিকে দলটিকে ১১-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ভারতীয় এই যুবদল।

মিনার্ভা অ্যাকাডেমী এফ.সি.-র মর্যাদাপূর্ণ এই জয় নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে খুব একটা গুরুত্ব না পেলেও ভবিষ্যতে বিশ্বমঞ্চার ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবল দলের অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য সম্পর্কে আশাবাদী করে তোলে। আগামী ২০৩৪ সালে বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্য নিয়ে এই মিনার্ভা প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। ভারতীয় এই যুব দলের সাফলা আগামী দিনে সার্বিকভাবে খেলায় ভারতের পথ চলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এশিয়ার তিমচি দেশ রাশিয়া, চীন এবং জাপান বিশ্বমঞ্চে বরাবরই তাদের ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে পারে তাদের ক্রীড়া নীতির সার্থক রূপায়ণের কারণে। ভারতবর্ষের মত একটি বড় দেশে মেধা খুঁজে নেওয়া এবং সঠিক অনুশীলন করানো মোটেই দুঃসাধ্য নয়। উত্তর-পূর্ব ভারত, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড কিংবা পাঞ্জাবের মত রাজ্য থেকে সহজেই কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমী দক্ষ খেলোয়াড় খুঁজে নেওয়া সম্ভব। আর্থিক নিরাপত্তা তাদের দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পরিবেশ অনুকূল হলে ১২০ কোটির বেশী জনসংখ্যার রাষ্ট্রবিশ্বমঞ্চে মাত্র কয়েকটি মেডেল অর্জন করেই স্তিমিত হয়ে যেতে হবে না। যখন ভারত তার বৈজ্ঞানিক অধাবসায়কে মূলধন করে চাঁদ থেকে মঙ্গল এমনকী সূর্যের দিকেও ধাবিত হতে পারে তখন ক্রীড়া দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মান-সম্মানকে আরো এগিয়ে দিতে কি পারবে না। দেশের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ নীতি এমন বাস্তবমুখী হোক যে এশিয়ার অন্যতম দেশ ভারতের নাম ভবিষ্যতে বিশ্বের ক্রীড়া অনুরাগীদের হৃদয়ে স্থান পেতে পারে। ভারতের যুব সমাজে বেলাধুলা যে ত্রীত্র অগ্রহ আইনে তা প্রতিটি খেলার সময় লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিশ্বদলের খেলোয়াড় ও দেশের পতাকায় পাড়ার অলিগলি ছেড়ে যায় শুধু ভারতের পতাকা বিশ্ব ফুটবলের আসরে আড়ালে থেকে যায়। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে ওই রকম ‘মিনার্ভা’ গড়ে উঠলে বিশ্বকাপও একদিন ভারতের ঘরে আসবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ ‘স্থিতি প্রকরণ’

কিছুকাল ব্রতচারণ, গুরুসেবা, পরোক্ষ অধ্যাত্ম বিদ্যার্জনের পর পুত্র উপযুক্ত হলে দাশুর অপরোক্ষ জ্ঞানের উপদেশে দিতে আরম্ভ করলেন, হে পুত্র! এই ত্রিলোকে খোথ (খ+উথ; খ-আকাশ, উথ-উৎপন্ন, অর্থাৎ আকাশ হতে উৎপন্ন) নামে মহাবলীমান রাজা আছে। বিশ্বের সকলে তার আজ্ঞা মেনে চলে। উত্তম, মধ্যম, অধম (স্কুল, সূক্ষ্ম, কারণ) এই তিন প্রকার দেখে সে সর্বত্র বিরাজ করে। আকাশজাত সেই রাজা আকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-নগর রচনা ক’রে রাজ্য শাসন করে। সেই রাজ্যে স্বর্ণ-মর্তা-পাতাল নামে তিনটি বিভাগ, যেবলোক সহ চ্যেদ্যট লোক, চ্যেদ্যটি বিদ্যার পথ, নানা ধর্মবিশিষ্ট অসংখ্য স্বাবর (অচল) ও জঙ্গম (সচল) আকৃতির সৃষ্টি রয়েছে। জঙ্গম আকারে নয়টি দরজা, পাঁচটি প্রদীপ আছে। এই খেলাঘর রচনা ক’রে চঞ্চলমতি খোথ রাজা রকমারী বিলাসে নিমগ্ন থাকে। সে নিজের কর্ম ফলভোগী হয়ে বদ্ধ হয়, তখন আমি অজ্ঞ, আমি দুঃখী এই ভাবনা ক’রে শোকাবুল হয়। সে কখন আমি বিনষ্ট হই এই ইচ্ছা ক’রে লয়প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও নিজেই উদ্ধৃত হয়ে কর্মের বিস্তার ঘটায়। সে সম্পদ লাভে লোভাতুর হয়ে বিস্তৃত হয়, আবার কখনও বিমূর্ত হয়ে বিশ্রান্ত হয়। এই বৈপরীতা সত্ত্বেও সে চৈতন্যজ্যোতিতে জ্যোতির্ময় এবং সাগরের মত মহান।

পুত্র জিজ্ঞাসা করল, হে পিতা! আপনার এই খোথ উপাখ্যানের তাৎপর্য কি? আমায় তা বুঝিয়ে বলুন। দাশুর বললেন, বাছা! আকাশ-নগরের মত অলীক এই জগৎ মিথ্যা হলেও অতি আড়ম্বর করে তার সূচনা হয়, পরমাকাশ হতে যে সঙ্কল্প উদ্ভিত হয়, তার নাম খোথ। তার উদয় ও বিলয়ে তার নিজেরই প্রভাব থাকে, অর্থাৎ সঙ্কল্প উদ্ভিত হলে বিশ্ব উখিত হয়, সঙ্কল্পের অবসানে বিশ্বের লয় হয়। এই বিশাল বিশ্ব সেই সঙ্কল্পের স্থূল প্রকাশ, বক্ষা-বিষ্ণু-মহেশ্ব ও সেই সঙ্কল্পেরই শরীর। অধিষ্ঠাতা চৈতন্যের আশ্রয়ে ওই সঙ্কল্প ব্রহ্মার আকৃতি ধারণ ক’রে শূন্য আকাশে জগৎ রচনা করেন। সেই জগতে চ্যেদ্যটি লোক (যেমন প্রজাপতি লোক, বিষ্ণুলোক, গন্ধর্বলোক ইত্যাদি), সূর্য্য-চন্দ্র প্রদীপে আলোকিত, পাপ-পুণ্য সম্পন্নিতে কর্মবিস্তৃতি, দেব নামক উর্ধ্বদেহ এবং মানুষ নামক অধোদেহ আছে। মানুষ দেখে চোখ-নাশক-নাশিকা প্রভৃতি নয়টি দরজা এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পাঁচটি প্রায় সর্বদা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ আছে। ঐ সঙ্কল্প দেহমধ্যে অহঙ্কার নামক এক যক্ষ সৃষ্টি ক’রে নানা খেলায় মত্ত থাকে। অহঙ্কার-যক্ষ সচল-আলোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলে। সঙ্কল্প যখন তার কাম্য বস্তু দর্শন করে, তখন বুঝতে হবে সেলীক আকাশনগরে সে এইবার রমন করবে, আর যখন সঙ্কল্প সুসুপ্তিতে বিলীন থাকে তখন সে বিনষ্ট হয়। কিন্তু সেই বিনাশ আবার উৎপত্তিরও কারণ বটে। এই ভাবে সঙ্কল্পের প্রভাবে জগতের সৃষ্ি ও লয়, আবার সৃষ্টি ও লয় এই পরম্পরায় দুঃখ-আপত্তনে জীব যেন নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। আবার সঙ্কল্পই ক্ষেমের কুর্ভেচ্ছার রূপ ধরে জগদুঃখের নিবারণ করে। কারণ নিজেরই করা কর্মের ফলে সে নিজেই যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়, তখন জগৎ বন্ধন হতে মুক্তির সঙ্কল্প হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা

আমাদের আর '**রেইনি ডে'** হয় না..



পরিসর কাড়ার খেলায় হার নিশ্চিত

প্রণব গুহ

রাজনীতিতে বিরোধী পরিসর যত কমবে ততই আয়ু কমবে শাসকের। রাজনৈতিক অঙ্গে এই সমানুপাতিক হিসাব কষতে গোলমাল করলে কি অবস্থা হয় তা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখে শিখে নিতে হবে ভবিষ্যতের রাজনীতিকদের। তবে এ কথাও ঠিক যে বিরোধী পরিসর হ্রাসে আগের জমানাগুলির পরম্পরাই বহন করেছেন মমতা ব্যানার্জী। স্বাধীনতার পর বছর পাঁচেকের ডামাডোল বাদ দিলে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস আমল চলছে ২৫ বছর। তখন পথে নেমে যে কোনো আন্দোলনে বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ থাকতো লাঠি, কাদানে গ্যাস, গুলি, পুলিশের বৃটা। বিরোধীদের ঘরে ঘরে ঢুকে অত্যাচারও কম হয় নি। ইংরেজ জমানার মত ওটাই নাকি ছিল বলিষ্ঠ প্রশাসনের নমুনা। আবার এই দমন গীড়নকেই তখনকার বিরোধী বামেরা জনগণতান্ত্রিক লড়াই বলে বিপ্লবের নামে মতিয়ে তুলেছিল বাঙালিকে। কংগ্রেসকে পুঁজিবাদী শক্তি বলে চিহ্নিত করে নিজেরা সর্বহারার প্রতিনিধি সেজে বাংলার ক্ষমতা দখল করেছিল বামেরা। এরপর ৬৪ বছরে ধীরে ধীরে তাদের রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে বাম জেট প্রমাণ করেছে তাদেরও বিরোধী স্বর মোটেই পছন্দ নয়। মরিচকাপির সর্বহারা মানুষের প্রতিবাদ মানতে পারেনি তারা। নির্বিচারে হত্যা করেছে সেখানকার অসহায় উন্নত পুরুষ, নারী, শিশুদের। এখানেই শেষ নয়। আনন্দমণ্ডলের বামপন্থার শত্রু ঠাওরে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয় খোদ কলকাতার বুকে। ২১ জুলাই মমতা ব্যানার্জীর প্রতীক।

বুদ্ধ বাবুর আমরা-ওরা সরকারের আমলে বিরোধীদের কোথাও গিয়ে আন্দোলন করারও অধিকার ছিল না। ২০০৬ সালের নভেম্বরে টাটা মোটরসের প্রস্তাবিত গাড়ি প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি র্যালির জন্য সিদ্ধুর যাওয়ার পথে মমতা ব্যানার্জীকে জোর করে থামানো হয়েছিল। তাঁকে হুগলিতে আটকানো হয় এবং ফেরত পাঠানো হয়। বিরোধী পরিসর আটকানোর এই ধারাবাহিক খেলাতেই বিপর্যয় এল ২০১১ সালে। এরপর যত দিন গেছে তত নিজের পরিসর হারিয়েছে মসনদহীন বামেরা। নেমে গিয়েছে শূন্য প্রতিনিধিত্বে। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েও সেই পরিসর উদ্ধার করা যায়নি। আজও বামেরা বাংলায় কুশাসনের কালি মুছেতো

বুদ্ধ বাবুর আমরা-ওরা সরকারের আমলে বিরোধীদের কোথাও গিয়ে আন্দোলন করারও অধিকার ছিল না। ২০০৬ সালের নভেম্বরে টাটা মোটরসের প্রস্তাবিত

হস্তশিল্পের ডিজিটাল বিপণন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়া হ্যান্ডমেড ভারতের হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পের জন্য একটি বিশেষ ডিজিটাল বিপণন মঞ্চ। এটি কারিগর ও তাঁতিদের সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে যুক্ত করে, বাজারের পরিধি বাড়ায় এবং জীবিকা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে

 Shringpur Handloom Products	 Shringpur Handloom Products	 Shringpur Handloom Products	 Shringpur Handloom Products	 Shringpur Handloom Products
---	---	---	---	---

সহায়তা করে। এখানে জিআই স্বীকৃত ও ওডিওপির পণ্য-সহ নানা ধরনের হস্তনির্মিত সামগ্রী প্রদর্শিত হয়।

ভারতে প্রায় ৬৪.৬৬ লক্ষ হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পের কারিগর রয়েছেন। ২০২৫ সালের আগস্ট

ডিজিটাল বিপণন মঞ্চ। ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ, মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কমানো। হস্তনির্মিত পণ্যের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ।

ডিজিটাল বাণিজ্যে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা। জীবিকা ও আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি। ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খামারের যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ফসল উৎপাদন চক্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে বৃদ্ধি করে। শ্রম ও পশুর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে যান্ত্রিকীকরণ সময়ের মধ্যে দক্ষ খামার পরিচালনা নিশ্চিত করে, উৎপাদন খরচ কমায় এবং কৃষি পদ্ধতির মান উন্নত করে।

দেশজুড়ে যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৪-১৫ সালে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপ-মিশন চালু করা হয়। এটি রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা-এর অধীনে একটি কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম। এসএমএএম-এর মূল লক্ষ্য হল ছোট ও প্রান্তিক কৃষক, মহিলা, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্র, অনির্ভর গোষ্ঠী এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের কাছে যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা প্রসারিত করা।

এই স্কিমটি কাস্টম হারারিং সেন্টার এবং হাই-টেক বা উচ্চ প্রযুক্তি ও উচ্চ-মূল্যের কৃষি সরঞ্জামের হাব স্থাপনে সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ২০০৭ সালে চালু হওয়া একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, যেটি রাজ্যগুলিকে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহিত করে।

তো চুনাপুঁটি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও ছাড় পাননি। তাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা পর্যন্ত হয়েছে। অর্থাৎ বিরোধী পরিসরকে প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছিলেন মমতা ব্যানার্জী।

এত গেল দলীয় মনোভাবের কাহিনী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কোনো জায়গা ছিল না বিরোধীদের। মমতার আমলে সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পেতেন না বিরোধী বিধায়ক থেকে বিরোধী দলনেতা কেউই। সরকারি নিরাপত্তা, সুবিধা সব কিছু থেকেই বঞ্চিত থাকতেন বিরোধীরা। বেশি প্রতিবাদ করলে তাদের বাড়িতে



গিয়ে পর্যন্ত পুলিশ হেনস্থা করেছে। শুধু কি বিরোধী পরিসর? বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক যারাি সরকারের কুকাাজের সমালোচনা করেছেন গুস্তা ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাদের পরিসর কেড়ে নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জী। চিড়ে শোতে সরকারের সমালোচনা করায় প্রান্তন আইপিএস পঙ্কজ দত্তের হেনস্থা কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে রয়েছে। কাউকে ব্যঙ্গচিত্রের জন্য, কেউ তাঁর সভায় প্রশ্ন করলে তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন সকাফকে দলদাস বানাতো। কিন্তু তা যে মোটেই সম্ভব নয় সেই বার্থেও হারিয়ে ফেলেছিলেন মমতা। শুধু ক্ষমতায় থাকা কোনো রাজনীতিকের উদ্দেশ্য হতে পারে না। জনসেবাই একজন প্রকৃত রাজনীতিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মমতা কিন্তু তার ধার পাশ দিয়ে না গিয়ে বিরোধীদের গতি রোধ করতে ব্যস্ত ছিলেন সারাক্ষণ। তাতেই

হিতে বিপরীত হয়েছে। উল্টে বিরোধী বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। ২০১১ সালে বাংলায় যে বিজেপির কোনো অস্তিত্ব ছিল না ২০১৬-তে ৩, ২০২১-এ ৭৭ এবং ২০২৬-এ ২০৮টা আসন নিয়ে সেই বিজেপি আজ ক্ষমতায়। মাত্র ১০ বছরে এই উত্থান মমতার বিরোধী পরিসর গ্রাস করার নিট ফল।

প্রায়শই বিশ্লেষকরা বিরোধী দলের দুর্বলতাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী টেউয়ের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যে টেউ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে এবং বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। এই দৃষ্টিকোণে কিছুটা সত্যতা থাকলেও, প্রশ্রুটিকে অন্য দিক থেকেও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ২০১৪-পরবর্তীতে বিজেপির আধিপত্যের যুগকে যদি ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেচনা করা হয়, তবে কিছু রাজনৈতিক দল নিজেরদের মানিয়ে নিয়েছে, এমনকি উন্নতিও করেছে। পূর্ব ও দক্ষিণের ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলোর ক্ষেত্রে এই সামল্যা স্বতঃসিদ্ধ, যেখানে বিজেপি কোনো রাজ্য নির্বাচনেই তাদের হারাতে পারেনি। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে আঞ্চলিক পরাশক্তি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) বিজেপিকে অনায়াসে পরাজিত করেছিল।

অন্যদিকে, বিজেপি সহজেই পরবর্তীকালে সেইসব রাজনৈতিক দলগুলোর জায়গা গ্রাস করেছে, যেগুলো তার উত্থানের আগেই রাজনৈতিক আদর্শ হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ছিল। সংকট-পিণ্ডিত বিরোধী দল বিজেপির আধিপত্যের বর্তমানে যুগে স্বতন্ত্র আদর্শিক পরিসরের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস, আঞ্চলিক দলগুলো এবং বামেরা-গভীর সংকটে পড়েছে। যদিও এই দলগুলোর আদর্শিক ও সাংগঠনিক অবক্ষয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনের আগে থেকেই বিস্তারিত, বিজেপি তাদের এই প্রকট দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্জিত ঐতিহ্যগত প্রভাবকে হ্রান করে দিয়েছে। অতএব একটি গণতান্ত্রিক দল যদি উচিতা মমতা কিন্তু তার ধার পাশ দিয়ে না গিয়ে বিরোধীদের গতি রোধ করতে না পারে তাহলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘ভারতনেট’ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল ভারত নিধি (ডিবিএন)-এর মাধ্যমে রাজ্যের ৩,৬৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রায় ৬২,০০০টি গ্রামে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আগামী তিন বছরে আরও ১৮,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল



ফাইবার কেবল বসিয়ে ৬৬৪টি অতিরিক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করা হবে।

শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে বিএসএনএল ভারতনেট উদ্যমী (বিএনইট)-দের মাধ্যমে ভারত ফাইবার পরিষেবা দিচ্ছে। স্থানীয় উদ্যোক্তা, অনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ যোগ্য অংশীদারেরা এই উদ্যোগে যুক্ত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগও পাবছেন। এছাড়া, বিএসএনএল ২৫৯ টাকার গ্রামীণ ভারত ফাইবার পরিকল্পনা শুরু করেছে। এতে, ২৫ এমবিপিএস পর্যন্ত গতি, প্রতি মাসে ৭০০ জিবি উচ্চগতির ডেটা, সারা দেশে আনলিমিটেড ভয়েস কল, বিনামূল্যে সরযোগ, ওএটিটি-মোডেম এবং ওয়েভস এনালিটিক্সের বিনামূল্যের সমসাপদ পাওয়া যাবে।

এই উদ্যোগে গ্রামীণ এলাকায় সাত্রায়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বিভাজন কমাবে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া ও বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করছে।



সমাধিস্থ খামেনেই ফের উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্কিন বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত একাধিক মার্কিন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী। এর ফলে প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এবং পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, ৯ জুলাই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বুশেহর, কোনারক, চোগাদাক এবং বন্দর আব্বাস-সহ একাধিক এলাকায় ইরানেরুগের ঘটনা ঘটেছে। তবে এক মার্কিন কর্মকর্তা দাবি করেছেন, ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের



পক্ষ থেকে নতুন কোনও হামলা চালানো হয়নি।

এদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইকে মার্শাদের এক পবিত্র ধর্মীয় স্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছে। দীর্ঘ শোক মিছিল ও রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ইরানের দাবি, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধের প্রথম দিনেই মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ বাহিন্য হামলায় খামেনেই নিহত হন। এরপর শুরু হওয়া সংঘাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে স্থানীয় সরবরাহও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, তারা সম্প্রতি ইরানের



পোস্ত চাষের দিকে নজর দিন

আমার বিনীত নিবেদন, নব নির্বাচিত সরকার যাতে পোস্ত চাষের দিকের নজর দেন এবং সুলভ মূল্যে করে পোস্ত পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করলে জনসাধারণ উপকৃত হয় সেই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমরা জানি, আফিম গাছের বীজ থেকে পোস্ত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে আফিম চাষ বেআইনি ও নিষিদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে বিধিনিষেধ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশে পোস্ত চাষের অনুমোদন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পোস্ত চাষ খুব কম জায়গায় হয়। জেলায় পোস্ত চাষে যাতে কৃষকদের পোস্তের দাম ১ কেজি ২০০০ টাকা, সাধারণ নিয়মিত পরিবারের ক্ষেত্রে অধিক ব্যয়সাধ্য। বর্তমান সরকার যদি

পোস্ত চাষের ক্ষেত্রে লাইসেন্স করে চাষের অনুমোদন দেয় এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত করে তবে খুশি হব। তবে পোস্ত সরক্ষণের ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বরকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় পোস্ত খাওয়ার প্রচলন এই সমস্ত জেলাগুলিতে রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে পোস্ত চাষের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় পোস্ত চাষে যাতে কৃষকদের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং সরকার সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিলে ভালো হয়।

মৈত্রী মণ্ডল

ব্যাঙ্কে দরকার এটিএম ও আপডেট মেশিন

হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামে রয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)। এই ব্যাঙ্কটি ভোজানশাখার অন্তর্গত। কাছাকাছি আর কোনো ব্যাঙ্ক না থাকায় এই ব্যাঙ্কে গ্রাহক সংখ্যাও প্রচুর। ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা অপ্রতুল। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙ্ক কর্মীদের কাজের চাপ বেড়েছে আগের তুলনায় বহুগুন। ব্যাঙ্ক কর্মীর কাছে গ্রাহকরা তাদের পাশবই আপডেট করার সুযোগ পান না। আপডেট করার মেশিনটি সপ্তাহে মাত্র দুদিন। সেই দুদিন ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের পাসবই আপডেটের জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে, যা স্থানান্তাবের জন্য ব্যাঙ্কের গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠে যায়। ব্যাঙ্ক কর্মী যিনি আপডেট করেন, তিনি আবার ব্যাঙ্কের অন্যান্য পরিষেবাও দেন গ্রাহকদের। সমস্যা

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া



প্রশাসনিক ভবনের দুটি লিফটই বিকল

নিজস্ব প্রতি্নিধি : সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরো নিগমের নতুন যে প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ হয়েছিল সেখানে দু’টি লিফট লাগানো হয়, তার মধ্যে প্রথমটি এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ অ্যাডিশনাল লিফটও বর্তমানে বিকল, এই অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র সৌতম দেবের বক্তব্য, “এই লিফটগুলো বাইরের থেকে ক্রয় করা হয়েছিল এগুলো আমি সরাসরি দেখতাম না।’ তবে এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সবকিছুই করে এসেছিলাম। উল্লেখ্য ২০২৫ সালের ৩০ডিসেম্বর পুরানো গ্রামের

শহরে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যাগ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, **শিলিগুড়ি** : কাগজ কলমে বহুদিন আগে সরকারি নির্দেশ ছিল শহরে প্লাস্টিক জাতীয় ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ কিন্তু তা সত্য শহরজুড়ে ক্যারি ব্যাগের রমরমা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। তৎকালীন কংগ্রেস কাউন্সিলর সুজয় ঘটক যখন পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি কঠোরভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তখন সাধারণ নাগরিকরাও ক্যারিবাগের পরিবর্তে নিজেরাই ব্যাগ নিয়েই বাজার করতে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে শহরজুড়ে লাগামহীনভাবে প্রতিটা জায়গায় প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরো নিগমের প্রশাসক পরিচালিত হওয়ার ফলে এই প্লাস্টিক ক্যারিবাগ বন্ধে পুরো নিগম কর্মতৃপক্ষ কোমর বেঁধে পথে নামলেন। ৭ জুলাই শিলিগুড়ির চম্পা শাড়ি মোড় এলাকায় বাজারে শিলিগুড়ি

সমবায় সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় দপ্তরের ৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে (২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই) বিশেষ সমবায় সপ্তাহ উৎযাপন করা হচ্ছে সারা দেশে। ৬ ভদ্রেশ্বর কো-অপারেটিভ ফ্রেডিট সোসাইটিতে পালন করা হল বিশেষ সমবায় সপ্তাহ পালন। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিশিষ্ট সমবায় আধিকারিক বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, বড়সুল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপাল গোবিন্দ চন্দ্র দাস, হুগলী রেঞ্জ আরসিআই বিম্বজিংবা চ্যাটার্জী, হুগলী সমবায় ইউনিয়নের ইন্ট্রাক্টার শুভাশিস দাস, প্রাক্তন সমবায় অডিটর নবেন্দু ত্রিপাটি। এছাড়া সমিতির প্রাক্তন সদস্যরা, বর্তমান কর্মচারীবৃন্দ এবং গোষ্ঠীর মহিলারা। সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন গোবিন্দ চন্দ্র দাস ও সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস। সভার সভাপতি হিসাবে প্রথমে যে সমস্ত মানুষ দেশের রাজ্য সমিতির সদস্য মারা গোছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভদ্রেশ্বর কোঅপারেটিভ ফ্রেডিট

বর্ষা এলেই বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও এখনও দ্বারকেশ্বর নদের উপর তৈরি হয়নি ভাদুল-সূর্পানগর সেতু। প্রতি বছর বর্ষা এলেই নদীর উপর থাকা কজায়ে ভেঙে যায়, আর চরম দুর্ভোগে পড়েন দুই ব্লকের হাজার হাজার মানুষ।

গত বছরও জলের তোড়ে কজায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সঙ্কোরের কাজ শুরু হলেও এখনও তা শেষ হয়নি। এবার ফের বর্ষা শুরু হওয়ায় আতঙ্ক রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সেতু না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে পারের রেলসেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু সেই পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। গত কয়েক বছরে কলেজ ছাত্র, মহিলা সবজি ব্যবসায়ী-সহ একাধিক মানুষের ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ট্রেনের ধাক্কা এড়াতে নদীতে ঝাঁপ দিয়েও প্রাণ হারানোর ঘটনাও রয়েছে। নদীতে জল কম থাকায় একেটি বিকল্প রাস্তা দিয়ে কেন রকমের যাতায়াত করছেন এলাকায় মানুষ।

আরো খবরসেতু নির্মাণে নতুন সরকারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **সুন্দরবন** : বর্তমানে বাংলায় চলছে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করতে তৎপর বর্তমান বিজেপি সরকার।

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ১২৭ গোসাবা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক বির্কণ নস্কর কথা দিয়েছিলেন, ‘রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সুন্দরবনের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা’ আগেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’ সুন্দরবন মানুষের অন্যতম দাবী ছিল, গদখালি-গোসাবা সেতু তৈরীর আবেদন। প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আবেদনে শীলমোহর দিলেন বিধায়ক বির্কণ নস্কর। ৮ জুলাই সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন বিধায়ক।

এলাকার সাধারণ মানুষজন আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, পৃথিবীর মানচিত্রে বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের নদীপথে যাতায়াতের করণ অবস্থা ঘোচাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ‘গদখালি-গোসাবা’ সেতু তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল বিগত তৃণমূল সরকার।

তৃণমূল পরিচালিত পূর্বতন

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাগর বিধানসভার ৪টি মণ্ডলেই আয়োজিত হল ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’। দলের আদর্শ, সংগঠন ও জনসেবার অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। প্রতিটি শিবিরের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংগঠন মহামন্ত্রী অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি উপস্থিত কার্যকর্তাদের আগামীদিনের পথ চলার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দেন এবং আশ্বর্ষগত দিক থেকে বলকে আরও মজবুত করার বার্তা দেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূতিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তথা বিভাগীয় কনভেনার দীপঙ্কর জানা, সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমস্ত মণ্ডল, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর এবং রাজ্য নেতৃত্ব অনুপম ঘোষ। বক্তারা বুথ স্তরে সংগঠনের শিকড় মজবুত করার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেন। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ শিবির সাগর অঞ্চলে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। প্রশিক্ষণ শেষে কার্যকর্তারা আগ্র ও সক্রিয়ভাবে কাজ করার নতুন শপথ গ্রহণ করেন। বরিত নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই মহা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।



উন্নয়ন পর্যদ এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্মদ্রাম পাখিরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ‘মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দু’বছরের মধ্যে এই সেতুর কাজ শেষ করার জন্য।’ একদশক সময় অতিবাহিত হলেও তৈরী হয়নি সেতু।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ সূত্রে জানা গেছে ‘বাসন্তী ও গোসাবার মাঝে বিদ্যানদীর উপর পারাপারের সমস্যা মেটাতে ‘গদখালি-গোসাবা’ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ২০১১ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রথম

সাফাই কর্মীদের স্বচ্ছ কবচ কিট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুলাই আলিপুরে উত্তীর্ণ সভাঘরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৫০ হাজার সাফাই কর্মীদের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে স্বচ্ছ কবচ কিট প্রদান করলেন। এই স্বচ্ছ কবচ কিটের মাধ্যমে সাফাই কর্মীরা নিজেদের সুস্থতা বজায় রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকীর যতগুলি দলের আদর্শ, সংগঠন ও জনসেবার অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।



যার ফলে চর্মরোগ শ্বাসজনিত রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরকে বাঁচানোর জন্য চাই সবুজায়ন। গত ৫ জুন বিশ্ পরিবেশ দিবসের দিন ‘মায়ের নামে একটি গাছ’ কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজায়নের নতুন বার্তা দেওয়া হয়েছে। এবছর সারা রাজ্য জুড়ে ৭ কোটি গাছ লাগানো হবে। ২ বছর ধরে সেগুলো

বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

বিশাল দাস, **শান্তিনিকেতন** : বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম জাহির উদ্দিন। তার কাছ থেকে ১২০ বোতল নিষিদ্ধ কোরেঞ্জ সিরাপ এবং ৬০০



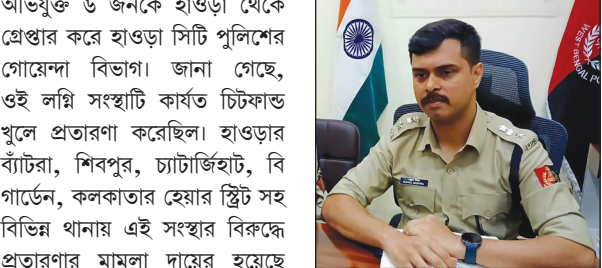
আসছিল অভিমুক্ত। অভিযান চলাকালীন বোলপুরের শিবতলা থেকে সুকলগামী সড়কে তাকে আটক করা হয়। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কোরেঞ্জ সিরাপ ও ঘূমের ট্যাবলেট উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তকে শান্তিনিকেতন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। বুধবার গৃহকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, এই ঘটনার সঙ্গে একটি বড় মাদক পাচারচক্র জড়িত থাকতে পারে। গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

BUDGE BUDGE NANGI CO-OPERATIVE BANK LTD. 67, M. G. ROAD, KOLKATA -700 137. E-mail: admin@bbncbltd.in							
BALANCE SHEET AS ON MAR 31, 2026							
Previous Year *	CAPITAL & LIABILITY	Details	Amount	Previous Year *	ASSET	Details	Rs. In Actuals
	1. CAPITAL						
7,00,00,000.00	a) Authorised CapitalShares ofeach		7,00,00,000.00	13,03,918.55	1. CASH IN HAND		16,16,450.17
50,16,600.00	b) Paid up share capital		65,54,090.00	8,09,95,516.64	2. BALANCES WITH BANKS	Schedule 5	7,48,67,264.22
1,48,92,662.11	2. RESERVE FUND & OTHER RESERVES	Schedule 1	96,92,138.35		3. INVESTMENTS		
21,95,08,459.83	3. DEPOSIT	Schedule 2	22,67,29,037.79	12,55,55,650.00	a) CSLG ACCOUNT (GOI BOND)	Schedule 18	13,54,04,650.00
35,20,406.00	5. OVERDUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	33,72,853.00	50,30,911.16	b) Other Investments	Schedule 6	43,73,005.16
67,29,321.00	6. OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	Schedule 4	80,17,925.00	1,69,85,712.00	4. LOANS & ADVANCES	Schedule 7	2,00,42,837.00
2,06,951.42	7. DEAF ACCOUNT		2,06,951.42	14,54,738.00	5. INTEREST RECEIVABLE		
27,31,801.00	INTEREST PAYABLE ON DEPOSIT INTEREST	Schedule 3	22,92,973.00	25,82,558.00	INTEREST RECEIVABLE ON GOI BOND	Schedule 15	26,22,421.00
				16,57,812.00	INTEREST RECEIVABLE ON INVESTMENT	Schedule 15	17,84,879.00
				33,36,746.00	INTEREST RECEIVABLE ON OLD CLOSED ADVANCES	Schedule 8	0.00
					LOANS AND ADVANCES		
				35,20,406.00	OVER DUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	33,72,853.00
				2,06,951.42	Investment of DEAF Account- 1417		2,06,951.42
				34,14,154.04	6. FIXED ASSETS	Schedule 9	32,97,072.04
				65,61,127.55	7. OTHER ASSETS	Schedule 10	67,03,925.55
25,26,06,201.36	TOTAL		25,68,65,968.56	25,26,06,201.36	TOTAL		25,68,65,968.56
CONTINGENT LIABILITIES: Deposit Liability transferred to DEAF (Depositor Education & Awareness Fund) for Unclaimed Deposit for more than 10 years for 911 number of accounts for 206951.42							



চিটফান্ডে প্রায় ১৬ কোটি টাকার জালিয়াতি, পুলিশের জালে ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ মাসে বিনিয়োগের অর্থ দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে চিটফান্ড খুলে সারা রাজ্য জুড়ে বহু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ১৬ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ, হাওড়া গোয়েন্দা পুলিশের জালে ৬ প্রতারক। জানা গেছে, সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় চিটফান্ডের কোম্পানি রয়েছে এদের। মূল অভিযুক্ত ৬ জনকে হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা পুলিশ জানা গেছে, ওই লগ্নি সংস্থাটি কার্যত চিটফান্ড খুলে প্রতারণা করেছিল। হাওড়ার ব্যাটরা, শিবপুর, চাট্যার্জিহাট, সি বাগার্ডেন, কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট সহ বিভিন্ন থানায় এই সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতারণার সঙ্গে আর কাা জড়িত তাদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি ডিডি রাহুল মিশ্র ৯ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ব্যাটরা থানায় এক



ব্যক্তি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্তরা অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রলোভন দেখিয়ে মোট ১৩ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। শুরুর দিকে কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হলেও পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই ভুয়া সংস্থার ডিরেক্টর সুজয় কাঞ্জিলাল, তাঁর মা নমিতা বাক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিভিন্ন থানায় ১২টি মামলা রেজিস্টার করা হয়েছে। শেয়ার বিক্রির নামে প্রতারণার এমন কাজ অনেকেদিন ধরেই চালানো হচ্ছিল। তদন্তের সময় ৪১৩টিরও বেশি কেওয়াইসি ডকুমেন্টস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে চাই যে এরকম স্কিম বা চিটফান্ড যেখানে বেশি পরিমাণ টাকা রিটার্ন দেবার প্রলোভন দেখায় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যদি ইন্ডেস্ট করতে হয় তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা, রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি এমন কেউ টিি হয়ে থাকেন তাহলে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে গিয়ে জানাতে হবে।

নারদ সম্মাননা প্রদান

কুনাল মালিক : ৫ জুলাই কলকাতার শিশির মঞ্চের বিশ্বসংবাদ কেন্দ্রে দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে নারদ জয়ন্তী উদযাপন ও নারদ সম্মাননা প্রদান করা হল। দেবর্ষি নারদ হলেন আমাদের পুরান পুরুষ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং পরম বিষ্ণু ভক্ত। তার



জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বনিত হত একটি মাত্র পরম শব্দ ‘নারায়ণ নারায়ণ’। বিনা ও খরতালের ব্যংকারের ত্রিলোক ভ্রমণ করে তিনি দেবতা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতেন। সংবাদের গভীরতা বুঝে সঠিক তথ্যটি সঠিক স্থানে নিরপেক্ষভাবে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তার মূল শৈশিষ্ট্য, যা আজকের আধুনিক সাংবাদিকতার নৈতিকতার এক

ভাষানুবাদের জাতীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে ক্লাসিক্যাল তামিল ভাষায় রূপান্তরের এক ঐতিহাসিক উদ্যোগের সফল পরিসমাপ্তি ঘটল বিশ্বভারতীতে। সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ক্লাসিক্যাল তামিল (চেন্নাই)-এর উদ্যোগে এবং বিশ্বভারতীর তামিল ও বাংলা বিভাগের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত ‘এ ফিফটিন ডে ন্যাশনাল লেভেল ট্রান্সলেশন ওয়ার্কশপ ওন বৈষ্ণব পদাবলী ইনটু ক্লাসিক্যাল তামিল’ শীর্ষক ১৫ দিনের জাতীয় কর্মশালা সমাপ্তি হয় ৬ জুলাই।

গত ১৯ জুন শুরু হওয়া এই কর্মশালায় প্রায় ১,২০০টি বৈষ্ণব পদাবলি ক্লাসিক্যাল তামিল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আয়োজকদের মতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে



প্রথমবারের মতো বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য ও তামিল সঙ্গম সাহিত্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সেতুবন্ধন গড়ে তোলার বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় ধ্রুপদি ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং গবেষণার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কর্মশালায় তামিলনাড়ুর বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দিল্লি

অ্যাসোসিয়েট শঙ্কুনাথ কর্মকার, শ্রীনাথ মাইতি, বিকাশ মাণ্ডি, শিবনাথ দত্ত এবং হেমন্ত পালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আয়োজকদের আশা, এই অনুবাদ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্তরে নতুনভাবে পরিচিতি লাভ করবে এবং ভারতীয় ধ্রুপদি ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় আরও সুদৃঢ় হবে।

জমানা বদলেই অবৈধ ফ্ল্যাটের চাহিদায় ভাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমানা বদলাতেই কলকাতার তপসিয়া, কসবা, ই এম বাইপাস লাগোয়া গুনশন কলোনি (ওয়াড নম্বর ১০৮) তিলজলা, পিকনিক গার্ডেনসহ কলকাতা পৌর এলাকায় অবৈধ ফ্ল্যাট বিক্রির চাহিদায় ভাটা। তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় এইসব এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়িয়ে উঠেছে অবৈধ বহুতল। অবৈধ বহুতলের ক্রেতা ছিলেন উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আসা সংখ্যালঘুরা এবং অবৈধ হলেও চড়া দামেই তারা ক্রয় করতো। ২০২৪ সাল থেকে এইসব এলাকার অবৈধ ফ্ল্যাটের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পায়। তপসিয়া এলাকায় ২০২৪ সালের আগে অবৈধ ফ্ল্যাট প্রতি বর্গফুট তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকায় বিক্রি হতো। ২০২৪ সালের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বর্গফুট ৬০০০ টাকা হয়। যা এই এলাকায় বৈধ ফ্ল্যাটের দামের প্রায় সমান সমান।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই, কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদন

আলোচনা ও সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যদিনে ভারত সেবাব্রহ্ম সম্ভের শ্রীনাথ রায় সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দ আলোকে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষের বৈশ্ববীক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ‘এক



দেশ এক বিধান এক নিশান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাব্রহ্ম সম্ভের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, সম্ভের পরিচালন সমিতির সদস্য স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, ড. পুলক নারায়ণ ধর, বিধায়িকা শ্রবণী মুখোপাধ্যায়, রণজয় বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম বসু, শুভাশীষ ভদ্র চৌধুরী ও ধৃ-এ প্রবীর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের আয়োজক

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সংগ্রহশালায় নতুন সংযোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের বিশ্ব প্রসিদ্ধ সংগ্রহশালায় সম্প্রসারণ ঘটলো এক বিশাল সেরামিকের তৈরি জিনিসের সম্ভারে। ৮ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী গৌতমানন্দজীর



বসু, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ও মল্লিকা মুখার্জীর পারিবারিক সংগ্রহ থেকে এখানে বিভিন্ন জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছে। সংগ্রহশালায় কিউরেটর ড. শঙ্খ বসু বলেন, সেরামিক হল আদি অকৃষিম মাটির আধুনিক পর্যায় বা নবতম রূপ। তাকে হেঁকে নিয়ে এবং বিভিন্ন জিনিস মিশিয়ে সেরামিক তৈরি হয়। এরপর সেই সেরামিক দিয়ে বহু বস্তু তৈরি হতে পারে যেমন পোরসেলিন, স্টোনওয়্যার ইত্যাদি। সেই জন্যই এই গ্যালারির নাম দিয়েছি সেরামিক অ্যান্ড ফিউশন গ্যালারি। আমরা এখন ফিউশন কাথটির সাথে খুবই পরিচিত। যেমন মিষ্টি বা খাবার, তাই এখানেও দেখা যাচ্ছে সেরামিক মূল জিনিসের বিভিন্ন জিনিস মিশিয়ে নতুন ধরনের জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভাপতি মহারাজ প্রাদানকারী এই পরিবারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন

মহারাজের করকমলে উদ্বোধন হয় এই গ্যালারি। পূজা আরতি ও মন্ত্র উচ্চারণে দ্বারোঘাটনের সময় উপস্থিত ছিলেন আর্ট গ্যালারি ও সংগ্রহশালায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী স্বামী সুমারবানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, বিবি গান্ধী ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ

ওয়াড পূর্নবিন্যাসে আসন বৃদ্ধি পৌরসংস্থায়

বরুণ মণ্ডল : কাউন্সিলরস্ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে মূল কলকাতার উন্নত তুলনামূলক ভাবে ছোট ও ওয়ার্ড ৪৪, ৪৫, ৭০, ৭৩, ৮২, ৮৮, ৯০, ৯১ নম্বর ওয়ার্ড মতো টাকা পাবে, পূর্ব কলকাতার বৃহৎ উন্নয়নে অনেকটা পিছিয়ে পরা ওয়ার্ড ১০৭, ১০৮, ১০৯ বা ১১৩, ১১৪ বা দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার ১১৫, ১২২, ১২৫, ১২৫, ১২৭, ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডও সেই বছরে ৩০ লাখ টাকাই পাবে। এটাই ছিল কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান নীতিনিয়ম। ফলে যা হওয়ার তাই কলকাতার এক এলাকায় প্রেভার ব্লকে টাকা ফুটপাখ। আর কলকাতার আরেক এলাকার বাসিন্দারা প্রেভার ব্লক জিনিসটা যে কী সেটাই জানে না। মূল কলকাতার এক এলাকা রাতের বেলা পৌরসংস্থার লাগোয়া সাদা আলোয় আলোকাক্ষিপ্ত। আর বেহালা পশ্চিমের ১২৭, ১২৮ বা ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের এমন একাধিক ‘ব্ল্যাক জোন’ রয়েছে যেখানে সন্ধ্যে ৭টা বাজলেই এলাকা ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। রাজা গাড়ির আলোয় আলোকিত হয়। শুধু যে ‘কাউন্সিলরস্ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নয়, ‘ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিম’ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সেই সূত্রেই নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন খাতে কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত ওয়ার্ড যাতে সমপরিমাণ আর্থিক সাহায্য পায়, সেই ক্ষেত্রে আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার নবম পৌর বোর্ড গঠনের নির্বাচনের আগে কলকাতার ওয়ার্ডগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ



সরোজিনী নাইডু সরণিস্থিত(রাউডন স্ট্রিট) রাজা নির্বাচন কমিশন শুরু করেছে। পৌর প্রশাসন সূত্রে আগামী ৫ ডিসেম্বরের আগে কলকাতা ও হাওড়া পৌরসংস্থার(এখানে ৫০টি আসন পুনর্বিন্যাসের পর বেড়ে হবে ৬০টি) পৌর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

শুরু হল ‘মুখোমুখি’

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৌর পরিষেবা বিষয়ক নানান সমস্যা সংক্রান্ত নিয়ে পৌর নাগরিকদের কথা শুনতে ৭ জুলাই থেকে বিধাননগরের উন্নয়ন ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ‘মুখোমুখি’ নামক অনুষ্ঠান। ফোন নম্বর ১৮০০২০৩৫১২৩(টোল ফ্রি)-এর মাধ্যমে সরাসরি ‘মুখোমুখি’ নামক অনুষ্ঠানে কলকাতা পৌরসংস্থাসহ রাজ্যের পৌরবাসীর নানা সমস্যার কথা শোনে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অমিত্রা পাল। অনুষ্ঠানে পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরেরও কলকাতা পৌরসংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা পৌর এলাকার পৌর প্রতিনিধিরা বর্তমানে প্রাক্তন হয়ে যাওয়ায় পৌর এলাকায় আলোকায়ন সংক্রান্ত, জলজমা সংক্রান্ত, নানান শংসাপত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু নাগরিক সমস্যা যাচ্ছে প্রবল আকার নেওয়ায় সেই সমস্যা সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পৌর প্রতিনিধিরা শংসাপত্র না দেওয়ায় বর্তমান বিধায়কদের স্থানীয় অফিসে একাধিকবার গিয়েও ছাত্রীরা আন-মারেড সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। বস্তুতঃ সেই কারণে শহরের নাগরিকদের সঙ্গে কোনো মাধ্যমে সপ্তাহে একদিন সরাসরি আভাব অভিযোগ পরামর্শ শুনবেন এবং সমাধানের নির্দেশ দেবেন বলে জানিয়েছেন পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা পৌরসংস্থাসহ শিলিগুড়ি পৌরসংস্থায় একইরকমভাবে টোল ফ্রি নম্বরে স্থানীয় মহানাগরিকরা এলাকার নাগরিকদের কাছ থেকে আভাব অভিযোগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা করতেন।

আইন ভাঙছেন স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটা মাস মাইনার শিক্ষকতার চাকরির পাশাপাশি গৃহশিক্ষকতা-কোচিং শিক্ষকতা থেকে মাসে মোটা টাকা আয়ের হাতছানি মরিয়া করে তুলেছে, এক শ্রেণির স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। আইন ভেঙেই গৃহশিক্ষকতা-কোচিং শিক্ষকতা করতে তাঁরা নিতানতুন উপায় বের করছেন। নিজের ছেলেমেয়েদের ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে প্রাইভেটে পড়তে এই দুষ্ট কৌশলের সঙ্গী হচ্ছেন কিছু অভিভাবক-অভিভাবিকারাও। স্কুল শিক্ষকরা স্ত্রীর আর শিক্ষিকারা স্বামীর বা মেয়ের নামে বাড়িতে ১৫-৩০ জনের ব্যাচ পড়চ্ছেন। হ্যাঁ, এটাই সত্য এবং ঘটনা রাজ্যের সর্বত্র।

গত জুন মাসের ৪ তারিখ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতর (বিকাশ ভবন) থেকে জারি (মেমো নং ৬৬২ - এসসি/এপিটি/ডিএসই-২৪০২১(৯৯)/২/২০২৬-সিএমও এসসই-ডিএসই) করা এই নির্দেশিকার পরেও বিবিধ কূটকৌশলে গৃহশিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অকাটা প্রমাণ হাতে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি বিদ্যালয়/সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়/সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা আরটিই আইন(রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট), ২০০৯ সালের ২৮ নম্বর ধারা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন) থেকে একটি

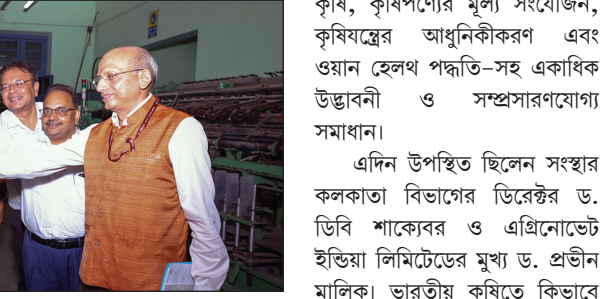
সম্পন্ন হবে। কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ও বুথের সংখ্যার হিসাব মিলিয়ে পৌর কর্তারা দেখছেন, খসড়া প্রস্তাব মেনে সীমানির্ধারণের(ডিলিমিটেশন) জেরে এক ধাক্কায় কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত প্রস্তাবে রাখা হচ্ছে



কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে ২৫-৩০টি বুথ থাকবে। কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে বর্তমানে সর্বমোট বুথ রয়েছে ৪,৮০০-র কিছু বেশি। এরমধ্যে কলকাতা উত্তরে ১,৮৩৫টি বুথ(চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ২২২টি বুথ) এবং কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় কেন্দ্রে ২,০৩০টি বুথ(কসবা কেন্দ্রে ৩২২টি বুথ, বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে ৩২০টি বুথ, বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ৩৫৬টি বুথ, রাসবিহারী কেন্দ্রে ২৬৯টি বুথ, বালিগঞ্জ কেন্দ্রে ২৯১টি বুথ) এছাড়াও টালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ৩১০টি বুথ এবং যাদবপুর বিধানসভা

আইসিএআর-সিএসআর ও প্রযুক্তি পোর্টফোলিও রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের পূর্বাঞ্চলে টেকসই কৃষির উন্নয়নে কৌশলগত, অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে



৭ জুলাই আইসিএআর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি কেন্দ্রে-২০২৬ কলকাতার আইসিএআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ন্যাচারাল ফাইবার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত হয়। আগ্রিহিনোভেট ইন্ডিয়া লিমিটেড, ন্যাডাডব্লিউ সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলনটি আইসিএআর-এর

বঙ্গে আসছে মিৎসুবিশি : তাপস রায়



মনোযোগ দেবে, পাশাপাশি সেমি-কন্ডাক্টর এবং আল-এর মতো নতুন

আইন ভাঙছেন স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা!

নোটিশ পাওয়া গেছে। সেই নোটিশ অনুসারে, অভিযোগকারী দাবি করেছেন যে, সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবৈধভাবে প্রাইভেট টিউশন করানোর মাধ্যমে আরটিই আইন, ২০০৯ সালের ২৮ নম্বর ধারা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ নির্লজ্ভাবে লঙ্ঘন করছেন। অধিকন্তু, অভিযোগকারী আরও দাবি করেছেন যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টের নম্বর (মোট

নম্বর ২০ বা ৩০) নিয়ে জোরালো হুমকি দিয়ে তাদের শোষণ করছেন। যার ফলে “বেধ প্রাইভেট টিউটর”-রা তাদের জীবিকা থেকে নিত্য বঞ্চিত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আরটিই আইন ২০০৯ সালের ৩৫ নম্বর ধারার উপধারা-২-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতর ২০১১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির স্মারক নম্বর ১৮৯ - সেকেন্ডারি এডুকেশন (আইন)/এস/১৮৯-০১/০৯-এর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আরটিই আইন, ২০০৯ সালের ২৮ নম্বর ধারা মেনে বিদ্যালয়ে কর্মরত কোনও



অমি কোন পথে যে চলি : থানা বন্দে ভরা শিবরামপুরের অক্সিটাইনের চার রাস্তার মোড়। সাথে জমে আছে বর্ষার জল আর কাদা। তার মধ্যে দিয়েই চলছে সধারণ মানুষ থেকে যানবাহনের ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত।



প্রযুক্তি : ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে এবং যাত্রীদের সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে ‘রেলওয়ান’ মোবাইল অ্যাপের প্রচারাভিযান আরও জোরদার করেছে পূর্ব রেলের শিযালদহ ডিভিশন। রেলওয়ান মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা সহজেই আনরিজার্ভড টিকিট, সিজন টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং সংরক্ষিত টিকিট বুক করতে পারেন। এছাড়াও অ্যাপটিতে রয়েছে একাধিক যাত্রীবান্ধব পরিষেবা, যা রেল সফরকে আরও সহজ, দ্রুত ও সুবিধাজনক করে তুলছে।



সমাবর্তন : গ্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে আইআইটি খড়গপুরের ৭২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল ৮ জুলাই। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা প্রতি মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপ্লব মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. সুরত গুপ্ত, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়ন্স অ্যাকাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক শেখর মান্ডে, আইআইটি খড়গপুরের বোর্ড অফ গভর্নর্সের চেয়ারম্যান টি নিরেন্দ্রন সহ অন্যান্যরা।



অগ্রগতি : কনফিডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অফ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্যবসায় অগ্রগতি আনতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংস্থার সভাপতি সুনীল পোদার ব বলেন, ব্যবসাক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তা তুলে ধরা হয় এই সভায়। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশ জাগরণ মঞ্চের ড. ধানপাত রাম আগরওয়াল এবং সতীশ কুমার।



ফিরে পাওয়া : জন্মগত বিরল আইরিশ কোলোবোমার কারণে ৫১ বছর ধরে বাঁ ফিরে ছিল দুর্বল দৃষ্টিশক্তি। ড. আগরওয়ালস্ আই হাসপাতাল পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল। এমনই ঘোষণা করা হয় সংস্থার ১০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন পদাধী উষা উত্থাপ সহ চক্ষু চিকিৎসকেরা।



শিবির : ৪ থেকে ৬ জুলাই আর্ট অফ লিভিং ও হিন্দ সংঘের উদ্যোগে শিশুদের নিয়ে ৩ দিনের এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিশুদের জীবনে কীভাবে এগিয়ে চলতে হবে তা শিবিরের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয় তাদের। এছাড়াও শেখানো হয় যোগ এবং ধ্যান। অংশগ্রহণে ছিল এলাকার শিশু, যোগদীপ যোগ সেন্টারের ছাত্রছাত্রী সহ কৈলাস বিদ্যামন্দিরের আবাসিক ছাত্ররা।

আগুন কাচে

দায়িত্বে লক্ষণ
জিম্বাবোয়ে ও এশিয়ান গেমসে সামলাবেন দল।
ভারতের ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে আবারও কোটিং দায়িত্ব ভাগ করে দিল বিসিসিআই। জিম্বাবোয়ে সফর এবং এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ থাকবেন ডিভিএস লক্ষণ, আর সিনিয়র দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দায়িত্বে থাকবেন সৌতম গম্ভীর। জিম্বাবোয়ে সফরে বোলিং কোচ হিসেবে থাকবেন সুনীল জোশী এবং ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব সামলাবেন হরীকেশ কানিতকর।

কুস্তিতে ২০ পদক
চার সোনা উজ্জ্বল জুনিয়র ব্রিগেড।
থাইল্যান্ডের পাটায়াম অনুধ্ব-২০ এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ৪টি সোনা, ৭টি রূপা ও ৯টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ২০টি পদক জিতেছে। মহিলা বিভাগে দ্বিতীয় এবং পুরুষদের ফ্রিস্টাইলে তৃতীয় স্থান দখল করেছে ভারত। মহিলাদের ৫০ কেজিতে পারভিন, ৫৬ কেজিতে মুসকান ও ৭৬ কেজিতে কাজল স্বর্ণ জেতেন। পুরুষদের ৭০ কেজি বিভাগে ভারতের একমাত্র সোনা আসে সুমিত কুমার লক্ষণ ভারাক্ষারের হাত ধরে।

যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন
ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব গ্র্যান্ড চেস টুরের সুপার র‍্যাঁপড অ্যান্ড ব্লিৎজ প্রতিযোগিতার র‍্যাঁপড বিভাগে ১২ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতের আর. প্রজ্ঞানন্দা এবং ফরাসি গ্র্যান্ডমাস্টার আলিরেজা ফিরুজা। পিছিয়ে থেকেও টানা তিনটি জয় তুলে নিয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন প্রজ্ঞানন্দা। অন্যদিকে, ১০ পয়েন্ট নিয়ে ভারতের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুণ্ডেক যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান দখল করেন।

সেরা দলে চরণী
একমাত্র ভারতীয় স্পিনারের সাফল্য।
আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিম অফ দ্য টুর্নামেন্টে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে জায়গা করে নিনেন বাঁ-হাতি স্পিনার শ্রী চরণী। মাত্র পাঁচ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে তিনি টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হন। তাঁর দুঃস্বপ্ন পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে সেরা দলে স্থান মিলেছে। দলে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটাররাও।

ভারতের বাজিমাত
অনুধ্ব-১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অমর্য্য বাজাজ।
নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত ডাচ জুনিয়র ওপেন স্কোয়াশ প্রতিযোগিতার অনুধ্ব-১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ভারতের অমর্য্য বাজাজ। ফাইনালে ইংল্যান্ডের ড্যানিয়েল স্টিভেনসনকে ৩-১ গেমে হারিয়ে খেতাব জেতে সে। এর আগে বিশ্বের এক নম্বর সিঙ্গলপ্লয়ের ক্যামেলেন লো-কে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল অমর্য্য। কয়েক সপ্তাহ আগে এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে রূপা জেতার পর এবার আন্তর্জাতিক খেতাব জিতে ভারতীয় স্কোয়াশে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল এই তরুণ প্রতিভা।

প্রয়াত আফগান পেসার
দীর্ঘদিন বিরল রোগ হে মোফাটি গো সাইটি ক লিফোহিস্টিও সাইটোসিস-এ ভোগার পর ৬৮ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন আফগানিস্তানের প্রাক্তন পেসার শাপুর জাদরান। গত কয়েক মাস ধরে দিল্লির একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এক বিবৃতিতে বোর্ড জানিয়েছে, দেশের ক্রিকেটে জাদরানের অবদান এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আরিফুল ইসলাম : ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ ক্রীড়া মঞ্চ। জনপ্রিয়তায় অলিম্পিকের পরেই একে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে বরং কোনও কোনও সময় তা অলিম্পিককেও ছাপিয়ে যায়। ফুটবলের সেই মহোৎসব আজ তার চিরাচরিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে চলেছে বলা যায়। নাটকীয়তা, উত্তেজনা, চমৎকার হৃদ্যতার রসায়ন এবং খেলার বাইরের জগতের বাস্তবতার এক উন্মোচক চিত্র এরই প্রমাণ। যদিও খেলার ফলাফলই শিরোনাম দখল করে থাকে, তবুও বিশ্বকাপ ফুটবল কেবল সর্বোচ্চ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং রাজনীতি ও সংস্কৃতিরও এক আয়না।

৫ বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল সহ বড় দলগুলোর জন্য দুঃসংবাদটি হল, ফুটবল নিজেই তার চমৎকার অনিশ্চয়তার বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। টুর্নামেন্ট শুরু আগে ফেভারিট হিসেবে বিবেচিত স্পেনকেও মাঝে মাঝে চূড়ান্ত নিশ্চয় মনে হয়েছে। ব্রাজিল বা পর্তুগালের মতো ঐতিহ্যবাহী শক্তিশালী দলগুলোও কিছু ম্যাচে টের পেয়েছে যে, খেলার শুরুর বাঁশি বাজার পর র‍্যাঙ্কিং বা খ্যাতির খুব একটা গুরুত্ব থাকে না। তার বড় প্রমাণ এবারের ৪৮ দেশের প্রতিযোগিতাতেও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশ্বর্থ দুই দেশ জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও ব্রাজিলের হোঁচট খাওয়া। যে জার্মানি আবার চার-চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও। অন্যদিকে, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরস্থিত কেপ ভায়ে দ্বীপপুঞ্জের মতো ছোটো দেশ গুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা কেবল অংশগ্রহণের জন্য আসেনি, বরং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তেই এসেছে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। টুর্নামেন্টের শুরুর

দিকের বেশকিছু চমক গত বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা প্রবণতাকে আরও জোরালো করেছে- তা হল ফুটবলের তথাকথিত অভিজাত শক্তি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে ব্যবধান কমে আসা।

বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বকাপ ফুটবল



মূলত গুটি কয়েক ইউরোপীয় ও দক্ষিণ আমেরিকান দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এক প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু আজ আফ্রিকা ও এশিয়ার মতো অঞ্চলে ফুটবলের যে বিকাশ ঘটেছে, তাতে অপেক্ষাকৃত ছোটো দলগুলোও এখন দুর্দান্ত শারীরিক সক্ষমতা ও কৌশলী ফুটবলের মেলবন্ধন প্রদর্শন করছে। তাদের কারিগরি দক্ষতা ও পরিপক্বতার ফুটবল, বিশ্বের দীর্ঘ দিনের বৈষম্যকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে এনেছে। ফুটবল আজ একটি সর্বজনীন ভাষা হিসেবে ও বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধেছে। যুদ্ধ, বাণিজ্য বিরোধ, আদর্শিক বিভাজন এবং ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠা

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভক্ত এই পৃথিবীতেও লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু ফুটবলকে কেন্দ্র করে একত্রিত হচ্ছে। ৯০ মিনিটের জন্য এমন এক একের ব্যতাবরণ তৈরি হয়, যা অন্য কোনও নাগরিক কাঠামো বা রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যায় না। মিলি নেই - তাও তারা রেফারির

সিদ্ধান্ত কিংবা হাত ছাড়া হওয়া সুযোগ নিয়ে একই রকম আলোচনায় শামিল হতে পারেন।

তবুও এই টুর্নামেন্ট আধুনিক ফুটবলের কিছু রূঢ় এবং কম আকর্ষণীয় বাস্তবচিত্রও উন্মোচন করেছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল টুর্নামেন্টের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ। টেলিভিশন বিপ্লব বা বিবর্তনের পর থেকে প্রতিটি বিশ্বকাপই যেন আগের চেয়ে বিশাল এবং আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। আগের তুলনায় এগুলো এখন অনেক বেশি মুনাফাকেন্দ্রিক। এতে অংশ নেওয়া ও খেলা দেখা এখন সাধারণ ফুটবল ভালোবাসা দর্শকদের জন্য অনেক বেশি

শৃঙ্খলা, সাহস আর জয়ের মানসিকতা নিয়েই ডার্বিতে নামব : প্যানোস

মোহনবাগান সুপার জায়ন্টের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়োগে গ্রিসের পানাগিওটস দিলমপেরিস (প্যানোস)। এক বছরের চুক্তিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর জানিয়েছেন তাঁর ফুটবল দর্শন, ডার্বি ভাবনা, সমর্থকদের প্রত্যাশা এবং নতুন মরসুমের লক্ষ্য।

প্রশ্ন: একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কেন মোহনবাগান সুপার জায়ন্টকে বেছে নিলেন?

প্যানোস: মোহনবাগান শুধু একটি ফুটবল ক্লাব নয়, এটি একটি ঐতিহ্য। এই ক্লাবের ইতিহাস, জয়ের সংস্কৃতি এবং কোটি কোটি সমর্থকের আবেগ ভারতের অন্য যে কোনও ক্লাবের থেকে আলাদা। এমন একটি ক্লাবের দায়িত্ব পাওয়া আমার কাছে গর্বের এবং একই সঙ্গে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন: যে দল হাতে পেয়েছেন, তা নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট?

প্যানোস: আমি বিশ্বাস করি, খুবই শক্তিশালী একটি দল পেয়েছি। সেরা দলে স্থান মিলেছে। দলে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটাররাও।

সমর্থকদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া থাকে। মোহনবাগানের ক্ষেত্রেও সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের কাজ প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করা এবং মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে সমর্থকদের বিশ্বাস অর্জন করা। প্রতি ম্যাচে জয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিটি ম্যাচে সাহস, শৃঙ্খলা এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দিতে পারি।

প্রশ্ন: কলকাতা ডার্বি নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

প্যানোস: ভারতে আসার পরই বুঝেছি, কলকাতা ডার্বি শুধু একটি ম্যাচ নয়, এটি বিশ্বের অন্যতম

লক্ষ্য কী? **প্যানোস:** মোহনবাগানের মতো ক্লাবের কোচ হলে লক্ষ্য একটাই-প্রতিটি ট্রফির জন্য লড়াই করা। অতীতের সাফল্যকে সম্মান করি, কিন্তু প্রতিটি নতুন মরসুম নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। আমাদের এমন একটি দল গড়ে তুলতে হবে, যারা আকর্ষণীয় ফুটবল খেলবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে এবং ধারাবাহিকভাবে জয়ের জন্য লড়বে। **প্রশ্ন:** সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন?

প্যানোস: আমি জানি, এই ক্লাব সমর্থকদের কাছে শুধুই



ঐতিহাসিক ফুটবল লড়াই। এই ম্যাচের গুরুত্ব সমর্থক, খেলোয়াড় এবং ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যের কাছে কতটা, তা আমি জানি। তাই আবেগের পাশাপাশি নিযুক্ত প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস এবং শৃঙ্খলা নিয়েই মাঠে নামতে চাই। প্রতিপক্ষকে সম্মান করব, কিন্তু মোহনবাগানের ঐতিহ্য অনুযায়ী সাহসী ফুটবল খেলেই ডার্বি জেতেই আমাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন: নতুন মরসুমে দলের প্রধান

একটি দল নয়, আবেগের জায়গা। আমি, আমার কোচিং স্টাফ এবং ফুটবলাররা প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করব, যাতে সমর্থকেরা গর্ব করতে পারেন। তাঁদের সমর্থনই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। দল এবং সমর্থক একসঙ্গে থাকলে সাফল্যের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়।

- সৌজন্যে মোহনবাগান এসজি মিডিয়া

বাঁকুড়ায় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খাতড়ার বিএসজেপি



সুসান্ত কর্মকার : বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ডাঃ বি সি মাজি স্মৃতি মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর ফাইনালে ১-০ গোলে কেন্দ্রীয়ডিহি মিলনী সংঘ মহিলা ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হল খাতড়ার বিএসজেপি মহিলা ফুটবল

দল। খাতড়ার বিএসজেপি দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সারাদা মান্ডি।

বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী জানান, দুই দলের লড়াইয়ে জমে উঠেছিল ফাইনাল ম্যাচ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এ ১-০ গোলে

জয়ী খাতড়া বিএসজেপি মহিলা ফুটবল দল। বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গৌরব সেনগুপ্ত জানান, বিজয়ী এবং বিজিতদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ থেকে। সর্বোচ্চ গোলদাতার আকর্ষণীয় পুরস্কার ১ গ্রাম সোনার

কয়েন জিতে নেন মিলনী সংঘের প্রতিমা ডাঙ্গর। এই প্রতিযোগিতায় তিনি ৪টি গোল করেন। গোলেভন বুট পুরস্কার পায় রূপা ধাড়া। ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বিএসজেপির অঞ্জলি সরেন, সেরা গোলকিপার মিলনী সংঘের মহুয়া বাউরী। প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাময় মহিলা ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন নিকপমা মুর্মু।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বিধানসভার বিধায়ক অমরনাথ শাখা বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক ডাঃ বাণী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

একদিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট

অভিজিৎ হাজরা : শিশু থেকে কিশোর। কিশোর থেকে যুগসমাজ বর্তমানে মোবাইল এ আসক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাম বাংলায় উপযুক্ত খেলার মাঠ আছে। কিন্তু মাঠ গুলি খেলোয়াড় বহীন হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পড়ে আছে। সকলেই মোবাইল এ গেম, পর্গ সাইট, ফেসবুক, হোয়াটসআপ, চ্যাট করতেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। এদের সমাজের মূল শ্রোতে কিরিয়ে এনে তাদের সুস্থ সংস্কৃতি, সুস্থ স্বাস্থ্য ও সুস্থ মানসিকতা গড়ার উদ্যোগ ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুর ব্লকের পাঁচাঙ্কল জুনিয়র ফুটবল অ্যাকাডেমি-র উদ্যোগে পাঁচাঙ্কল শ্রীহরি বিদ্যামন্দিরের খেলার মাঠে একদিন ব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। টুর্নামেন্টে অনুধ্ব ১৪ জুনিয়র বয়েজ বিভাগে ৪টি টিম, জুনিয়র গার্লস বিভাগে ২টি টিম, সিনিয়র গার্লস বিভাগে ২টি টিম। মোট ৮টি টিমের খেলোয়াড়বৃন্দ সারাদিন ব্যাপী নিজ নিজ খেলার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করার জন্য উপস্থিত ছিলেন দেবীপুর ব্লক হাসপাতালের বিএমওএইচ, পাঁচাঙ্কল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সরোজ হাজরা, পাঁচাঙ্কল বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু পোড়েল, পাঁচাঙ্কল কো-অপারেটিভ সোসাইটির ম্যানেজার প্রতাপ পাঁজা, শিক্ষক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিল্পকর্মী লক্ষ্মী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট উদয়নারায়নপুর পুলিশ স্টেশনের এসআই রবীন্দ্রনাথ বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুধ্ব ১৪ জুনিয়র বয়েজ বিভাগে রাজবলহাট ফুটবল কোটিং সেন্টার বিজয়ী এবং পাঁচাঙ্কল জুনিয়র ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজীত, অনুধ্ব ১৪ জুনিয়র গার্লস বিভাগে রাজবলহাট মহিলা ফুটবল কোটিং সেন্টার বিজয়ী এবং পাঁচাঙ্কল মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজীত, সিনিয়র গার্লস বিভাগে পাঁচাঙ্কল মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজয়ী এবং পানপুর ভান্ডারহাট ফুটবল অ্যাকাডেমি



স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু পোড়েল, পাঁচাঙ্কল কো-অপারেটিভ সোসাইটির ম্যানেজার প্রতাপ পাঁজা, শিক্ষক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিল্পকর্মী লক্ষ্মী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট উদয়নারায়নপুর পুলিশ স্টেশনের এসআই রবীন্দ্রনাথ বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুধ্ব ১৪ জুনিয়র বয়েজ বিভাগে রাজবলহাট ফুটবল কোটিং সেন্টার বিজয়ী এবং পাঁচাঙ্কল জুনিয়র ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজীত, অনুধ্ব ১৪ জুনিয়র গার্লস বিভাগে রাজবলহাট মহিলা ফুটবল কোটিং সেন্টার বিজয়ী এবং পাঁচাঙ্কল মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজীত, সিনিয়র গার্লস বিভাগে পাঁচাঙ্কল মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি বিজয়ী এবং পানপুর ভান্ডারহাট ফুটবল অ্যাকাডেমি

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

দেশলোকে

প্রকাশিত

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে